লঙ্কা-বিজয়।

প্রথম সর্গ।

পুত্রের সৎকার করি দশানন বলী,
উতরিল মণিময় ভবনে কাতর,
শূন্যময় রাজালয় হেরিলা চৌদিকে,
অধোমুখে ধরাসনে ত্যজি দীর্ঘশ্বাস,
কপোল বিন্যাস করি করতলে, যেন,
মূর্ত্তিমান শোক আসি ধরাতলে, ধরি
রক্ষ রূপ বসিয়াছে স্বর্ণ লঙ্কাধামে।
কাতরে কহিলা রক্ষ "সঁপিয়া তনয়ে
শশাঙ্ক নিন্দিত মম পুত্রবধূ সহ,
কার কাছে আসিলাম শূন্য এ ভবনে;
কারে হেরি যুড়াইব তাপিত হৃদয়,
শূন্যময় হ'ল আজি, এ কনক পুরি;
পাসরিয়ে আছিলাম, চাহি যার মুখ
কুম্ভকর্ণাদির শোক হৃদি বিদারক,
যার সুবদন হেরি সতত হইত

প্রীত মন ; ভুলিলাম বহু পুত্র শোক
যার লাগি, যেই বীর আশ্বাসে নিশ্চিন্ত
মন সদা, আজি হতে আর কিরে সেই
বীর সিংহ, যুড়াইবে আসি আশাসিয়া
অভাগ্য পিতার হেন হৃদয় জ্বলন;
এ রক্ষ কুলের গর্ব্ব কে আর রাখিবে
বিমুখিয়া সহস্রাক্ষ সহ দেব দল।
কেবা আসি পুনঃ মোরে উদ্ধার করিবে,
বিনা সেই মেঘনাদ ইন্দ্রজিত, যবে
সহস্রাক্ষ লয়ে নিজ পক্ষ বিরোধিবে
আসি আমা সঙ্গে, জানি হীনবল আমি.
সে বীর কেশরী বিনা, যার ভয়ে সদা
কম্পমান আছিলেন দেব শচীকান্ত।
কেবা নিবারিবে মোরে যাইতে সমরে
কহি, "কেন রণ বেশে থাকিতে সেবক
হেরি রক্ষচূড়ামণি আজি, দেহ আজ্ঞা
বিনাশি অরাতি, আমি আসিব এখনি"।
জগতে আমার আর কে, আছেরে যার
মুখ হেরি যুড়াইব, এ বিষম জ্বালা,
নিরন্তর জ্বলিতেছে যাহে মমান্তর।
পূজিয়া দেবতা কুলে, এত দিন পরে
লভিনু কি এই ফল অন্তিম বয়সে !

হা বিধাত! আছিল কি এই তব মনে,
তুঙ্গ শৃঙ্গে চড়াইয়া ঘুচাইলে যত
আছিল আশ্রয় একে একে, অবশেষে
নিক্ষেপ করিতে মোরে এ মহা সাগরে!
এই কিরে পৃথিবীতে জনমের সুখ”!
হইল নিরব এত বলি লঙ্কেশ্বর,
অশ্রুজল অবিরল ধারে বহি বন্ধ
করিল সে কণ্ঠ, যার ভীষণ নিনাদ
শুনি, মরামর তিন লোক চমকিত,
যবে গর্জ্জিত সে রণমদে দশস্কন্ধ।
আছিল নিকটে, পাত্র মিত্র যারা, সবে
নিরব; রাজার দুঃখে কেহ বা কাতর,
কেহ স্তব্ধ হেরি দিন দিন ক্ষীণপ্রভ,
বীরপূর্ণ, হায় শূন্য এবে, লঙ্কাপুরি;
ভাবিতেছে কেহ মনে মনে, কিরূপে বা,
অপার জলধি সম আলোড়িত শোক
সাগরে নিমগ্ন রক্ষনাথ সম শ্রেষ্ঠ—
বীর চুড়ামণি জনে করিবে উদ্ধার;
না পাই উপায় কিছু, উদাস হৃদয়,
নিরবে মলিন মুখ নম্রশির সবে।
উতরিলা হেন কালে মন্দোদরী রাণী
সভাতলে পুত্রশোক সাগরে প্লাবিতা,

আলু থালু ছিন্ন ভিন্ন মলিন বসনা
পাগলিনী। হেরি নাথে ভূতলে আসীন
কাতরে কহিলা সতী চাহি পতিপানে ;
“কি কারণে, কহ নাথ, বসি ধরাসনে
সুবর্ণ আসন ত্যজি যাহে নিত্য তুমি
বসিতে সভায় এই ; কেন হেরি তব
অশ্রু পূর্ণ আঁখি—আজি কি হে বীরগর্ব্ব
পশিয়াছে সেই শোক তব হৃদে যার
লাগি পাগলিনী নারী আমি ভ্রমিতেছি
দিবস যামিনী. মনে আছিল বিশ্বাস
যে হৃদয় বীর্য্য প্রদীপিত, কঠিন সে
পাষাণ সমান, হীন শোক তাপ তাহে
না পারে পশিতে, কিন্তু দেখি অশ্রুপূর্ণ
আঁখি তব, আজি মম ঘুচিল সংশয়।
জানিলাম শোক তাপে অকাতর নাহি
এ ভব মণ্ডলে জীব। ভাব দেখি নাথ
যে শোক ঝটিকা তব কঠিন হৃদয়ে
করিছে আঘাত, আজি কি প্রবল তাহে
জ্বালিয়াছে হুতাসন অবলার প্রাণে.
নাহি জানি রহিয়াছে কেন এখনও
এ ভগ্ন পিঞ্জরে ক্ষত প্রাণ, ছিন্ন ভিন্ন
করিয়াছে যাহা রবিসুত নিদারুণ।

জীবন কানন মম আছিল শোভিত
অপূর্ব্ব কুসুম দামে, দলন করিল
দুরন্ত কৃতান্ত পশি কঠোর হৃদয় .
মাতঙ্গের মত ; যত আশালতা ফুল
সমূলে ছিঁড়িল পাপ কুসুম রতন
সহ, হেরি যাহে সদা আনন্দ সাগরে
ভাসিতাম এই ভবে দিবস রজনী।
বিনা সেই মেঘনাদ মা বলিয়া মোরে
কেবা আর সম্বোধিবে জগতে, কে আর
আমার আছে এ ভবে যার মুখ হেরি
জুড়াইব এ দারুণ অন্তরের জ্বালা।
হা বিধাত নিদারুণ! এই কিহে ছিল
তব মনে, দেবেন্দ্রাণী শচী হতে ছিল
অতুল বৈভব যার জগত মাঝারে।
আজি অভাগিনী দীন হীন কাঙ্গালিনী
হ'তে হীন করি তায় বাড়িল কি যশ!
বিঁধিবারে পুত্রশোক রূপ নিদারুণ
শেল জননীর প্রাণে কিছু কি বেদনা
কঠিন হৃদয়ে নাহি উপজে নির্দ্দয়?
দয়ার সাগর তুমি বিদিত জগতে
কেন হে নিদয় আজি আমা দোঁহা প্রতি
সুখা'ল কি দয়া সিন্ধু মম ভাগ্য দোষে।

কিন্তু অকারণে কেন নিন্দি বিধাতারে,
জীবন সর্ব্বস্ব সঁপি চিরকাল যারে,
সেবিলাম প্রাণপণে দিবস যামিনী,
সেই যদি মম মুখ চাহি না রাখিল
উপরোধ, হেন পুণ্য আছে কিবা মম
যার বলে আমা সম অভাগিনী নারী
শান্তাইবে বিধাতার হৃদয় কঠিন।
হায় নাথ সূর্পনখা ভগিনী কুক্ষণে
জনমিয়াছিল তব মায়ের উদরে ;
কেন না, রাক্ষস-কুল রাক্ষসী. মরিল,
ভূমিষ্ট হবার কালে, তা হো'লে কি আর
আসিত সে লঙ্কাধামে কভু অমঙ্গল-
রূপা কাটা নাক কান লয়ে লজ্জাহীনা ;
কেনই বা লক্ষ্মী রূপা জানকী রূপসী
অশোক কাননে বদ্ধা কাঁদিবেন দিবা
নিশি শোকাকুলা ; যার অশ্রুজল বহি
অবিরল ধারে দিন দিন নিভাইছে
রাক্ষস কুলের গর্ব্ব ; প্রতিবিম্বিৎসিতে
যার শোক, সুরবালা বিনিন্দিতা রূপে
রক্ষ বালা চিরদিন আর্দ্রিবে মহীরে।
দেখিয়া গর্ব্বের খর্ব্ব, অবিরাম যত
বিয়োগ বিধুরা কুলবালার রোদন

ধ্বনি, হৃদি বিদারক ; নির অপরাধা
মৈথিলির হাহাকার ধ্বনি দিবানিশি ;
এসব দেখিয়া নাথ কিছুই কি দয়া
নাহি হয় তব হৃদে, কহিয়াছি বারে
বারে, আর বার কহি ত্যজি লজ্জা ভয়,
ধরি তব পদযুগ নাথ ক্ষান্ত হও
রণে ; দেহ পাঠাইয়া জনক নন্দিনি
সীতা রঘুপতি বাসে ; নহে প্রেরি মোরে
কৃতান্ত ভবনে অগ্রে, হেরি শবে রাখি
বামে, কর যাত্রা তুমি রণে, তাহে যদি
ঘটে শুভ হব সুখী ; অভাগী নারিব
ধরিতে এ প্রাণ, যদি অনাথিনী করি
মোরে যাও চলি, ত্যজি এই ভব ধামে।”
কান্দিল নিরবে, রুদ্ধ স্বর এবে রক্ষ-
কুলেন্দ্রাণী মন্দোদরী রাণী শোকাকুলা।
কহিতে লাগিল রক্ষরাজ অতঃপর
“আজি মম ভাগ্য দোষে বিধি নিদারুণ
মম প্রতি নহিলে, কি প্রধানা মহিষী
মম, রাণী মন্দোদরী নিবারয়ে মোরে
যাইতে সমরে, কহি হীনবীর্য্য সম
পাঠাইতে মৈথিলীরে রঘুনাথ বাসে ?
এ হেন হীনতা সহি, কে চাহে বাঁচিতে ;

মান বিনিময়ে কেবা চাহে রাখিবারে
এ ছার জীবন, হেন সাধ করে যেবা
পামর সে, ধিক্ তার নির্লজ্জ জীবনে।
জনমিয়া মরভূমে মরিবার এত
কেন ভয়? অদ্য অব্দ শতান্তরে হবে
মরিতে নিশ্চয়, তবে মান হীন হয়ে,
অল্পদিন তরে রাখি এ ছার জীবন
কিবা ফল; আর নাহি প্রিয়ে হেন কথা
কবে মোরে, যদি পারি জিনিবারে রণে
দশরথাঙ্গজে, তবে স্বুবর্ণ আসনে
লয়ে জানকীরে দিব হে রাঘব হস্তে
দেখাইতে মরামরে আপন মহত্ব।
কিন্তু যে সীতার লাগি সবংশে নির্ম্মূল
হতে আছি মাত্র একা, আজি বলহীন
দেখি, কাপুরুষ মত রাখিবারে হেন
অকর্ম্ম জীবন দিন কত, না পারিব
থাকিতে এ দেহে প্রাণ কভু পাঠাইতে
জনক নন্দিনী সীতা শ্রীরাম সমীপে।
নহে বীর ধর্ম্ম ইহা, মানি পরিহার
নোয়াইতে মাথা শত্রু পদতলে, দেখি
রিপু বলে দিন দিন টুটিছে স্ববল;
মরিব মারিব কিম্বা প্রস্তুত উভয়ে;

দুই দিবাকর নাহি শোভয়ে গগণে
এক কালে, তেকারণে কহি, দোঁহাকার
কীর্ত্তি জ্যোতিঃ এক কালে কেমনে শোভিবে ;
অরাম বা অরাবণ অবশ্য হইবে।
জানি আমি ভাল মতে, ভাগ্য বৃক্ষ মম,
আর না হইবে ফলশালী এ জগতে ;
কিন্তু কম্পিয়াই কেন হীনবীর্য্যপ্রায়
ক্ষান্ত হব রণে ; রক্ষকুলে হেন আছে
কেবা রক্ষ-কুল-কালি, যে চাহে রাখিতে
নির্লজ্জ জীবন নিজ, দেখি অস্তগত
রাক্ষস কুলের রবি তিমির সাগরে।
ত্যজি মম আশা যাও প্রিয়ে অন্তঃপুরে,
কিবা কাজ এ বিলাপে বৃথা রক্ষেন্দ্রাণী ;
যদি পারি জিনিবারে বীর দাশরথী,
পুন আসি ঘুচাইব হৃদয় বেদনা,
ত্যজি অশ্রুজল দোঁহে বিরলে বসিয়া ;
যদি মনোরথ মম না হয় সফল,
আর নাহি প্রবেশিব কনক আলয়ে।”
এত বলি অশ্রুময় আঁখি ফিরাইল
দশানন, নিরাশার কালিম মূরতী।
বুঝিয়া পতির ভাব, কাতরে কাহিলা
রাণী মন্দোদরী ধরি পতি-কর-যুগ ;

"কি কারণে এত দিনে ত্যজিতে উদ্যত,
না জানি কি দোষে দাসি দোষী তব পদে,
জড়িত বিটপী কায় ব্রততী যেমতি,
তেমতি আশ্রিত তব পদযুগে দাসী ;
অবলা অজ্ঞান নারী মতী-গতি-হীনা
যোগ্য ক্ষমিবার, নাহি বুঝি বীরধর্ম্ম
তেঁই নিষেধিনু তোমা যাইতে সমরে ;
যতনের মন্দোদরী রাণী তব, এবে
ভিখারিনী কাঙ্গালিনী, কেবা আর আছে
এ জগতে মুছাইতে তার অশ্রুজল।
পাল বীরধর্ম্ম, বীর না করি নিষেধ ;
কিন্তু পতি-ধর্ম্ম কেন অবহেলা কর ?
অবলা আমরা সবে তোমার বিহনে
কেমনে ধরিব প্রাণ, অনাথিনী হয়ে ?
বুদ্ধিমান বুঝি সব যা হয় বিধান
কর তুমি, অবিদিত তব আছে কিবা ;
কি তোমা বুঝাব আমি রমণী হইয়া।
প্রাক্তনের গতি হায় কে রোধে জগতে,
নহিলে কি পর নারী বৃথা আশে, ত্যজি
নিজ কুল বালা, দিতে চাহে প্রাণ আজি
সংগ্রামে প্রবেশি লঙ্কা-পতি দশানন ?
এ দুঃখ কব বা কারে, এ আসন্ন কালে

পাঠাইয়ে বীর শ্রেষ্ঠ পুত্রে যমপুরে,
ভাসাইতে চাহে পতি অকুল সাগরে,
এই কি আছিল শেষে মন্দোদরী ভালে।"
কাতরে কহিলা রক্ষশ্রেষ্ঠ দশাননঃ—
"প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য খণ্ডিবারে?
অঘট ঘটনা হেন ঘটে কার ভালে?
সুরাসুরে পরাজয় করিয়া রোপিনু
কীর্ত্তিবৃক্ষ এজগতে, শিঞ্চিলাম যাহে
আপন শোণিত অহরহ, এবে যবে
সুশোভিত হইল সে বৃক্ষ ফল ফুলে,
বনের বানর নর আসি, ভাঙ্গি শাখা
খাই ফল ফুল পাতা, লণ্ড ভণ্ড করি
সমূলে নাশিতে শেষে করিছে উদ্যম।
অকুপার পয়োরাশী দুর্ব্বার বারিধি
উত্তাল তরঙ্গময় বাঁধিল শৃঙ্খলে,
নাশিল বীরেশ দেব দানব আতঙ্ক।
হীন হয়ে শক্র পদে সঁপিয়া সকল
তিষ্ঠিতে এ লঙ্কাপুরে বাসনা কি হয়?
ঘুচিবে কি কভু এই জ্বালা, যদি ত্যজি
স্বর্ণ লঙ্কাপুরি ছার, এবে যাই চলি
জুড়াইতে নিদারুণ মনের বেদনা
অরণ্যে বা অন্য স্থানে, যথা নাহি রহে

নর বা বানর মম সাথে বিরোধিতে ;
কভু কি ঘুচিবে হায় মনের বেদনা ?
বাণ বিদ্ধ কুরঙ্গের মত, হইয়াছে
ব্যথিত হৃদয় মম, কেমনে ঘুচিবে
সে অন্তর জ্বালা যদি যাই স্থানান্তরে,
মরম বেদনা রবে সদা মর্ম্ম ভেদী।
তেকারণে কহি, বৃথা মরভূম সুখ
আশে দিয়া জলাঞ্জলি, যাই চলি শোক
দুঃখ হীন আছয়ে যে নিরবাণ পুর,
চির সুখময়, যথা ত্যজিয়ে ঐহিক
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ, হব সদা সুখী।
বিলম্বে কি কাজ তবে সে সুখ সম্ভোগে ?
অপযশ চিরদিন ঘুসিতে জগতে,
পাঠাইয়া জানকীরে শ্রীরাম সমীপে,
রাখিব এ ছার প্রাণ অল্পদিন তরে।
করিব সমর, এই সে প্রতিজ্ঞা মম,
দেহেতে যাবৎ রবে কণিকা শোণিত,
পরে যা হবার তাই হবে ; কিন্তু কেহ
যেন হীন বীর্য্য বলি না পারে কহিতে
কোন কালে, দেব-দর্পহারী দশাননে।
সাজহে রাক্ষসবৃন্দ আজি রণ সাজে,
ধমনি মাঝারে যদি পরহ সকলে

বীরের শোণিত, হও উত্তেজিত তাঁর
গুণে সবে, নহে দিয়া রক্ষ কুলে কালি,
কর সেবা দিবানিশি মানব বানরে;
যদি থাকে সে বাসনা যাও অগ্রে ত্যজি
স্বর্ণ লঙ্কাপুরি ; বীর যোনি এ প্রদেশ,
নহে তিষ্ঠিবার স্থান বীরবীর্য্য হীন
দাসত্ব প্রত্যাশী লজ্জা বিহীন জনের ;
বীর গর্ব্বে নহে পূর্ণ যে হীন হৃদয়,
রিপু অত্যাচারে নিজ দেশ বাঁচাইতে
জীবন সর্ব্বস্ব নাহি সংকল্প করিয়া,
যে চাহে রাখিতে নিজ নির্লজ্জ জীবন
দিয়ে স্বাধীনতা হেন অমূল্য রতন ;
শত ধিক তার ছার জীবনে, না চাহি
দিতে প্রাণ হেন জন সঙ্গে রণ বেশে ;
প্রকাশিয়া কহ যদি থাকে কোন হৃদে
এ নীচ বাসনা, যাকু সে অধম যথা
পারে বাঁচাইতে নিজ অকর্ম্ম জীবন ;
যে না চাহে দিতে প্রাণ, দেশ রক্ষা হেতু
স্ব ইচ্ছায়, নাহি লই আমি তারে রণে।”
এত বলি লঙ্কেশ্বর হইল নিরব।
সভাতলে করপুটে সম্ভ্রমে উঠিয়া
শারণ সচিব শ্রেষ্ঠ কহিতে লাগিল :—

"না জানি কি দোষে দোষী রক্ষগণ আজি
তব পদে, লঙ্কানাথ, নহিলে কি কভু
এ ঘোর বিপদ কালে, লভিতে আশ্রয়
ও পদ পঙ্কজে মোরা হইনু বঞ্চিত ;
রক্ষ কুলে নাহি হেন কুলাঙ্গার কেহ,
যেবা না সাধিবে তব কার্য্য প্রাণ পণে ;
সদা অনুরক্ত মোরা স্বদেশ রক্ষণে,
থাকিতে এ দেহে প্রাণ না দিব কাহারে
পশিবারে সুবর্ণ এ লঙ্কাধামে কভু ;
ছার সে রাঘব বলী অথবা লক্ষ্মণ,
কৃতান্ত আপনি যদি আসে এ নগরে,
যুঝিব তাহার সঙ্গে মোরা অকাতরে ;
বলহীন দিন দিন মোরা সবে, কিন্তু
না হইব বীর্য্য হীন কভু, যদবধি
অরক্ত শোণিত বিন্দু থাকিবে দেহেতে ;
কিন্তু এ বিপত্তি কালে, যদি নাহি দেহ
পদাশ্রয় আমা সবে, হে রাক্ষস নাথ,
অনাথ হইয়া মোরা পশিব সাগরে ;
পরাজয় এ জনমে না মানিব কভু !
যা হয় বিধান ভাল কর রথীশ্বর,
আজন্ম আশ্রিত মোরা ও পদ রাজীবে,
অক্ষুব্ধ হৃদয়ে দিব প্রাণ তব হেতু ;

দেহ অনুমতি বীর, ভিক্ষা চাহি সবে
পশিতে সমরে সাজি রণ বেশে মোরা।”
অতঃপর মন্ত্রিবর হইলে নিরব;
কহিতে লাগিল বীর গর্ব্বে রাঘবারি ;
“ধন্য বলে মানি, বীর পূর্ণ এ প্রদেশ,
ধন্য রক্ষ কুলে, যাহে পতঙ্গের প্রায়
প্রেরিতেছে অবিরল ধারে বীরগণে,
সমর অনলোপরে, রাখিতে প্রবল
এই রিপুবল হতে স্ববলে স্বদেশ ;
হেন রাজ অনুরক্ত সেনাচয়ে, কোন
রাজা নাহি যুঝিবারে চাহে প্রাণ পণে।
চলহে রাক্ষসগণ সাজি রণসাজে,
করিব সমর মোরা সবে প্রাণপণে ;
দেব দৈত্য রণে চিরজয়ী রক্ষদল,
কেন বা ডরিব এবে বনের বানরে ;
ভক্ষ্য যে বানর নর, তারাই কি এবে,
বিনাশিবে রক্ষকুল গর্ব্ব বিমুখিয়া,
সম্মুখ সংগ্রামে, রথী দশানন সহ
রক্ষ সেনাচয় ? কভু কি সম্ভবে হেন ?
দৈবে মম ভাগ্য দোষে যদি ঘটে হেন
অঘট ঘটনা, কেহ না পারিবে কভু
জিনিবারে দশাননে, এ প্রাণ থাকিতে ;

ত্যজিব সমর ক্ষেত্রে জীবন, তথাপি
না দেখাব পৃষ্ঠ কভু দেশ রিপুগণে ;
এই সে প্রতিজ্ঞা মম শুন বীর গণ।
দিবা অবসান প্রায় কেমনে করিব
যাত্রা এবে রণে ; যাও সবে নিজালয়ে,
আজি কার মত ; যবে উদয় অচলে
দেখা দিবে বিভাবসু, অরুণ প্রতাপে
পশিব সমর ক্ষেত্রে রক্ষ বীর সবে,
করিব তুমুল রণ, বসাইয়া চাপে
অরুণ সদৃশ বাণ, করিব অস্থির
রঘু সৈন্য, নিবারিবে দেখিব কেমনে
মোরে দশরথাঙ্গজ শাখা মৃগ লয়ে।"

করপুটে দাঁড়াইয়া মকরাক্ষ নামে
সেনাপতি, সভাতলে কহিতে লাগিলা
নিকষা নন্দনে চাহি :—"ক্ষুদ্র জীব আমি
ভয়ে অভিভুত সদা, কেমনে নিবেদি
তব পদে, যাহা কিছু জাগিতেছে মনে,
না দিলে অভয় মোরে হে রাক্ষস নাথ।"
কহিল রাবণ :—"ভয় কি তোমার বীর
মম স্থানে, যাহা কিছু আছে তব মনে
নির্ভয় হৃদয়ে কহ অগ্রে মম, নহে
রাজনীতি অবহেলি বীরের মন্ত্রণা।"

কহিতে লাগিল বীর মকরাক্ষ যুড়ি
কর যুগ:—"ঘেরিয়াছে স্বর্ণ লঙ্কাপুরি
বনের বানরে দর্প করি, যদি পাই
অনুমতি তব রক্ষনাথ, নিশি যোগে
প্রবেশি সমরে মোরা, যবে রিপুদল
থাকিবে নিদ্রায় মৃতপ্রায়, নিশাচর
বিদিত জগতে মোরা নাহি অপযশ
আমা সবে, যদি ধরি রণবেশ পশি
সদলে সমর ক্ষেত্রে নির্ম্মূল করিতে
এ হেন প্রবল রিপু রক্ষ বল এবে
হতেছে দুর্ব্বল দিন দিন রিপু বলে,
জিনিবারে হেন বৈরী হইবে আয়াস-
সাধ্য তব পক্ষে রক্ষ নাথ, দিবাভাগে
সম্মুখ সমরে ; নিশিযোগে রক্ষদল
প্রবল সতত, কভু নহিবে সক্ষম
নিবারিতে আমা সবে নর বা বানর
সসৈন্য আমরা যদি পশি রণ মাঝে ;
এই হেতু অনুমতি অপেক্ষি রাজন
নাশিবারে শাখামৃগে নিশীথ স্বপনে।
আর যেন তারা কভু না পায় দেখিতে
উদয় অচল শৃঙ্গে দেব দিবাকর।"

কহিল দুঃখিত চিত্তে লঙ্কার ঈশ্বর
"সত্য যা কহিলে মম মুখ্যসেনাপতি
দেখিয়া দারুণ বৈরী হয় হে বাসনা,
নাশি তারে পারি যেই মতে, কিবা দিবা
কিবা বিভাবরি, কিন্তু না চাহে পরাণ
কপট সমর আর করিবারে কভু,"
পেয়েছি বিষম লজ্জা হরি জানকীরে ;
এ জীবনে না করিব আর রণ চুরি ;
সম্মুখ আহবে হব মগন, যা থাকে
প্রাক্তনের গতি, হায় খণ্ডিবে না কভু
তবে কেন অপযশ করিব সঞ্চয়
রাখিবারে মম নাম সহ চির দিন।
যাও সবে নিজালয়ে যাত্রা না করিব
আমি রণে কোন মতে নিশীথ সময়!
কালিকার রণ চক্র চিন্তিব বিরলে"
এত বলি সভা ভঙ্গ করিলা রাবণ।

কালের বিচিত্র গতি কে বোঝে জগতে।
সকলি ভোজের বাজি প্রায় শূন্যময়,
কাহার আননে কভু হাসি রাশি, কভু
বা দুঃখের তম'রাশি আবরে স্বরূপ
সে বয়ান ঘোররূপে। কেহ বা বিক্রমে
অখণ্ড ধরিত্রী জয় করি বাহুবলে,

ভ্রমে ভ্রান্ত চাহে চিরস্থায়ী করিবারে
আপন সম্পদ, বাঁধি মানব কল্পিত ক্ষীণ
রজ্জু দিয়া, বাঁধে মন সাধে নানা মতে,
কালের কুটিল চক্র হায় চমৎকার ;
অলক্ষিতে অনায়াসে ঘুচাইয়া দেয়
সে বন্ধনে, অতি সুক্ষ্ম সূত্র প্রায়, কেহ
না পায় দেখিতে তারে কেমনে ছিঁড়িল।
এ হেন নহিলে ভাগ্যে ঘটে কিরে তোর
চারু লঙ্কে! হেন ঘোর বিপদের রাশি
আছিল বিক্রম তব, দেদীপ্য জগতে;
দানব মানব নাগ সদা যে কাঁপিত
তোর ডরে, প্রভাকর সম তেজ রাশি
লাগিত চৌদিকে তব, এ মহিমণ্ডলে ;
নহিত সুস্থির দেব অমরনগরে,
কাঁপিত পাতালে নাগ, অতল সলিলে
পাশ অস্ত্রধারী জলদেব, শূন্যে যত
ব্যোমচর, কম্পবান তোর তেজ বলে
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ! তব পুত্রগণ
অগাধ সলিলে পশি আনিত কৌশলে
মুক্তাপূর্ণ শুক্তি কত সাজাইতে নিজ
অমর বাঞ্ছিত গৃহ মন সাধে কত ;
ভ্রমিত বিমান পথে, চড়ি দিব্য রথে,

বিবিধ রতন কত আনি পূর্ণ করি
দিত হে ভাণ্ডারে তব স্বর্ণ লঙ্কাপুরি !
দুরন্ত কৃতান্ত দূত না ছুঁইত কভু
প্রাণ ভয়ে তব তট সমুদ্রে বেষ্টিত।
এ হেন বৈভব তব আছিল জগতে
হায় কিবা দেখি আজি তার বিনিময়ে
হইয়াছে হাহাকার পূর্ণ লঙ্কা এবে
নাহিক রে আর সেই আনন্দ উৎসব
আছিল মগন যাহে পুরবাসি সদা ;
অশ্রুধারা ঝরিতেছে, এবে অবিরল
সবার নয়নে নিশি দিবা সহে কিরে
প্রাণে, হেন লঙ্কাপুরি ঘেরিল চৌদিকে
বনের বানরে বন্ধ করি চারিদ্বার,
যাহার নিকটে প্রাণভয়ে না যাইত
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ আদি নাগ নর !
হেতায় শিবিরে বসি নেতৃপতি লয়ে
আছেন বিচারে রত শ্রীরঘুনন্দন,
সম্মুখে বসিয়া যুড়ি কর যুগ ধীর
ঠাকুর লক্ষ্মণ যেন কুমার অটল,
দক্ষিণেতে মিত্রকুল শ্রেষ্ঠ বিভীষণ
সুগ্রীব রাজন বামে, সহ দাক্ষিণাত্য
যত, রত সবে প্রাণ পণে সাধিবারে

শ্রীরামের হিত, লয়ে অঙ্গদে ভ্রমিছে
চারিদিকে মহাবল পবন তনয়,
আনন্দ হৃদয় দোঁহে পাই অবসর
রণে, আর আর কপি যত, সকলেই
আনন্দ সাগরে মগ্ন না জানি সমর-
শ্রম সপ্ত দিবাবধি, স্বেচ্ছায় ভ্রমিছে
মনের উল্লাসে, কেহ চড়িতেছে উচ্চ
বৃক্ষে, ধাইছে বা কেহ পশ্চাতে কৌতুকে
আস্ফালনে ভাঙ্গি বৃক্ষশাখা ঘোর রবে;
কেহ হেরি রক্ষ দলে প্রাচীর উপরে,
ঘর্ষিছে বিকট দন্ত কড় মড় রবে,
আর আর কপি গণ বসেছে ঘেরিয়া
স্বর্ণ লঙ্কাপুরি শত প্রহরণে, যেন
বাহিরিতে কেহ নাহি পায় কোন মতে,
ঘেরয়ে যেমতি দ্বীপ পয়োনিধি বারি,
অথবা হিমাদ্রিশৃঙ্গ তুহীন রাশীতে,
প্রবল হিমেতে যবে কাঁপয়ে বসুধা।
বলিতেছে জাম্বুবান বুড়া মন্ত্রিবর
" না জানি মন্ত্রণা কিবা করিতেছে বসি
আজি দশানন বলী, সপ্ত দিবা পূর্ণ
হবে দিবা অবসানে, না জানি কি রূপে,
আসি প্রবেশিবে রণক্ষেত্রে লঙ্কাপতি,

ভ্রাতা পুত্র আদি ছিল আত্মবর্গ যত,
নিঃশেষ হয়েছে সবে জানি, জীবনের*
আশা ছাড়ি প্রাণপণে করিবে সমর,
নহে সে সামান্য বৈরি যম যারে ডরে.
কি জানি বা নিশি যোগে আসি দেয় হানা,
চুরি রণে নিশাচর পটু সদাকাল,
নাহিক বিশ্বাস হেন জনে, কোন কালে,
সাবধানে থাক সবে বীরগণ ! কিবা
দিবা কিবা বিভাবরি, যদবধি নহে
নিধন সে দুরাচার লঙ্কা অধিপতি"।
কাতরে কহিলা প্রভু রামচন্দ্র চাহি
সভাপানে ; "কত আর যাতনা সহিবে
মম সম ভাগ্যহীন লাগি চিরকাল,
ত্যজি দারা পুত্র সহ চির বিলাসিত
জন্ম ভূমি, আসিয়াছ এ অরকুপুরে,
ঢালিতেছ নিজ নিজ কলেবর সবে,
প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি স্বরূপ
এ বিষম রক্ষ রণে সহিতেছ আর
কতই দুর্ভোগ, যাহা নিয়োজিত আছে
সদা কাল রণবেশী, অথবা প্রবাসী
এই দোঁহাকার ভাগ্যে ; ভিখারি রামের,
কি আছে জগতে, তোমা সবে তুষিবারে

কিনিলে হে চিরদিনতরে রঘুকুলে
অভাগ্য রাঘব সহ, দাক্ষিণাত্য সবে
দাক্ষিণ্য প্রকাশি নিজগুণে অতুলিত।
শুভক্ষণে পাইলাম মিত্র তোমা সবে,
যাহার বিক্রম বলে রক্ষকুল হ'ল
সমূলে নির্ম্মূল প্রায়, লঙ্কানাথ এবে
রথী মাত্র লঙ্কাপুরে, লাগে মম ভার
নাশিবারে তারে, সেই বৈরী মম সদা
করিতে নিধন বাঞ্ছা নিজ ভুজবলে
তুষিবারে মৈথিলীরে জনম দুঃখিনি।
একাকী রাবণ মাত্র এবে অসহায়
নহে রথীকুল প্রথা নাশিবারে তারে
অতুল বিক্রমশালী সেনার সহায়ে;
পেয়েছ বিস্তর শ্রম রক্ষ সহ রণে,
তেকারণে কহি ত্যজি রণবেশ রহ
লঙ্কাপুরে দিন কত দেখিবারে রণ,
না চাহে পরাণ মম আর দুঃখ দিতে
তোমা সবে, মম কার্য্য হেতু অকারণে।"
কহিতে লাগিল কর যুড়ি কপিরাজ,
"আজি কেন কহ হেন আমা সবা প্রতি
রঘুনাথ আছি চিরকাল বাঁধা সবে
ও পদ রাজিবরাজে, হই অপরাধী

যদি কোন কালে, নিজগুণে কৃপা করি,
ক্ষম দাসগণে; কিন্তু না জানি যে কেন
হেন কথা কহিলেন আজি রঘুবর;
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি অগ্নি সাক্ষী করি
উদ্ধার করিব মিত্র বধূ, বিনাশিয়া
ঘোর রণে লঙ্কাপতি সহ রক্ষদল;
আছয়ে জীবিত এবে দশানন বলী
না দেখি মোচন সেই কারাগার দ্বার,
আছেন আবদ্ধা যাহে জনক নন্দিনী,
এ সব বিধায়ে নহি সিদ্ধ আমি মম
প্রতিজ্ঞায়, তবে কেন লভিতে বিশ্রাম
আদেশিলা রঘুনাথ মোরে, ‘আছে কি বা
সাধ তব অঙ্গিকার ভঙ্গ দোষে দোষী
করিবারে এ অধিনে; কিবা রণ বেশ
কিবা তব সঙ্গ কভু না ছাড়িব ওহে
যদবধি লঙ্কানাথ থাকিবে জীবিত।
জানি আমি ভাল মতে নহিব সক্ষম,
নাশিতে দুর্জ্জয় সেই দশগ্রীবে কভু,
বধিবা আপনি তারে নিজ গুণে, কিন্তু
থাকি যদি তব সাথে সে রণ ক্ষেত্রে
ঘুষিবে সুজশ মম চীর দিন তরে;

না চাহি ত্যজিতে তব সঙ্গ এই হেতু।”
কহিলেন রামচন্দ্রঃ—“এ হেন বাসনা
যদি মিত্রবর তব, থাক মম পাশে,
নাহি সাধ তব মনে দিতে হে বেদনা ;
হয়েছে বিস্তর শ্রম রক্ষসহ রণে,
বিক্ষত হে তব দেহ রিপু প্রহরণে,
ভাবি পাছে রণ শ্রমে হওহে কাতর,
কহিয়াছিলাম তিষ্ঠি বারে এ শিবিরে ;”
“ক্ষম মম দোষ মিত্র” কহিলা সুগ্রীব
বাধা দিয়া রঘুনাথে “না জানিবা কভু
হেন হীন বীর্য্য বলি বালি সহোদরে,
সামান্য আঘাতে যদি হইয়ে কাতর,
হয় হে বাসনা, এবে লভিতে বিরাম
পশিয়া শিবিরে, ত্যজি হেন যশঃক্ষেত্র,
আছিল উচিত মম না আসিয়া হেন
বীর পূর্ণ লঙ্কাপুরে, তিষ্ঠিবারে গৃহে
রমণি মণ্ডলে, সেই কিষ্কিন্ধ্যানগরে।
আসিয়াছি যুঝিবারে সমুদ্র উতরি,
হইবনা ক্ষান্ত কভু রণে, যদবধি
রহিবে শোণিত বিন্দু মম কলেবরে।’
কহিতে লাগিলা চাহি সুগ্রীবের পানে
দশরথাঙ্গজ ; “ধন্য বলে মানি বীর

বীর্য্য তব, সন্ধ্য সখ্য তব অচলিত ;
যার লাগি রাজ্য সুখ ত্যজি আসি এই
লঙ্কাপুরে ভুঞ্জিতেছ বিবিধ যাতনা ;
কাতর দেবতাকুল মৈথিলীর দুঃখে,
মিলাইল তোমা হেন মিত্র, ঘুচাইতে
জানকীর এ নিগড়, ভাঙ্গিবার আশা
নহিত কদাপি যদি নহিত মিলন
তব সঙ্গে ; কেবা আনি দিত মোরে বিনা
তব অনুচর হনু, অভাগী সীতার
বার্ত্তা ? কে হরিল তাঁরে নাহি জানিতাম
এবে, যদি তব সঙ্গে নহিত মিলন ;
তোমারি সহায়ে আমি পাইনু সন্ধান,
আছেন মৈথিলী বদ্ধা, রক্ষ কারাগারে,
অশোক কাননে, এই লঙ্কাপুরে ; তব
বিক্রম সহায়ে, নানা দুর দেশ হ'তে
আসিল বিপুল সেনা, অতুল জগতে
পরাক্রমে, ভুজ বলে, তৃণ ভেলা প্রায়
করিল বন্ধন, যারা অবলিলা ক্রমে,
দুস্তর সাগর হেন, অজেয় জগতে
জানিত সকলে যারে পুর্ব্ব কাল হ'তে ।
পশিয়া সেতুর পথে লঙ্কাপুর অরি
ঘেরিল চৌদিকে, বীরগণ পুর্ণ এই

রক্ষপুরি, হইয়াছে বীর শূন্য প্রায়,
তোমাদেরি ভুজবলে ; নহিল নহিবে
মিত্র এজগতে তোমাহেন। ভাব দেখি
কোথা সে অযোধ্যা পুরি, কোথা এই লঙ্কা,
আছে এ দোঁহারমধ্যে বিবিধ তড়াগ
কুপ কত নদ নদী ভীষণ দর্শন ;
কোথাও বা খরস্রোত ভাসাইছে শীলা,
পতিত বৃক্ষের সহ উচ্চবীচি রবে ;
কোথায় ভুধর, ভেদী উচ্চ মেঘমালা,
অভ্রভেদী চুড়াসহ রয়েছে বিস্তারি ;
বসতি করয়ে সদা যাহার উপরে
ভীষণ হিংসক জন্তু, যাহাদের ডরে,
না যায় মানব পদ সে বিজন বনে,
হিংসার কারণ সদা ফিরিছে শার্দ্দুল ,
অপর জীবের পক্ষে যম সম, বলে
কেইবা আঁটিবে তারে ; ভল্লুক অগণ্য ;
দুর্জ্জয় মহিষাসুর সম ফিরিতেছে
ভীষণ অশনি সম তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ ধারী
অরণ্য মহিষ, শৃঙ্গদ্বয়ে বিদারিয়া
ভুধর শিখর স্থানে স্থানে ; কোথাওবা
যুথে যুথে মহাকায় দলিছে বিপীন
মদে মত্ত ভাঙ্গি ঘোর মাতঙ্গ, বিটপী,

দেহের ঘর্ষণে কিম্বা শুণ্ড সঞ্চালনে,
কাতরিয়া ভয়াকুল জীব কুল যত।
এ হেন গহন বনে বেষ্টিত বিপদ
পুঞ্জে, ভ্রমিতেছে বন সুশোভিনি কত,
কুরঙ্গ কুরঙ্গি সহ আর আর জীব,
জন্তু, প্রাণ ভয়ে ভীত, সচঞ্চল, যেন
না দেখে তাহারে কোন প্রাণি হন্তা জীব।
কোথায় বা ধুম কুণ্ড অদ্ভুত স্বজন,
উচ্চগিরি চুড় হতে পড়য়ে নদীর
ধারা অধোদেশে ঘোর শব্দকরি কুণ্ড
মাঝে সুগভীর; পড়ি তাহে উঠি পুনঃ
ধুমাকারে ব্যাপি রহে সে প্রদেশ, সদা
ধুম ময়; চিরদিন শোভয়ে যাহাতে
সুচিত্র বাসব ধনু জগ মনোলোভা।
বাহিরিয়া কুণ্ড হতে সে প্রপাত নীর
ভ্রময়ে কল্লোলি গিরিতলে ভয়ানক.
স্থান; দুই ভিতে অতি উচ্চ গিরি, সদা
চাহিতেছে যেন ভাঙ্গি শিলা রাশি, বদ্ধ
করিবে সে স্রোত গতি. কোথাও বা সেই
বারি রাশি বিস্তারিয়া জলাশয় রূপে
ব্যাপিয়াছে দেশ কত; ফুটিছে তাহাতে
কুমুদ কহ্লার সহ পঙ্কজিনি নানা,

কোথায় বা শ্বেত কোথা লোহিত বরণ,
সুগন্ধে পুরিয়া দশ দিশ, আহ্বানিছে
ভ্রমর ভ্রমরি আদি মধু লোভী জীব ;
মাতি সে পদ্মের গন্ধে ধাইতেছে চারি
ভিত হতে গুঞ্জরিয়া অলিকুল বেগে ;
তা সবার মাঝে ভাবি বসন্ত উদয়,
কুহরিছে পিকবর মনের আনন্দে।
বিহরিছে জলচর পক্ষচয় কত,
কে পারে বর্ণিতে ; হংস সহ হংসী কত
সুখে ভাসিতেছে সেই সলিল উপরে ;
ডুবিতেছে, উঠিতেছে, কভু বা ধাইছে
চৌদিকে মনের হর্ষে ; ডাহুক ডাহুকী
নাচিতেছে স্থানে স্থানে ; চক্রবাক সহ
চক্রবাকি, বসিয়াছে মুখে মুখ দিয়া,
প্রণয় পাশেতে বদ্ধ দোঁহে দোঁহাকার,
ভাবি দিবা অবশানে আসিবে বিচ্ছেদ ;
আর আর জলচর পক্ষধারী জীব,
বিহরিছে কত শত কে পারে বর্ণিতে ;
উঠিতেছে এক এক বার শূন্যমার্গে।
ঘোর শব্দ করি জল হতে, মিশাইয়া
পক্ষ শব্দ সহ নিজ নিজ কণ্ঠস্বর,
আকুল করিয়া দেশ ; মনে হয় যেন

হ'তেছে মহোৎ সব সে বিজন স্থানে।
ত্যজি সে সলিল উঠি তটের উপরে,
পড়িয়াছে দীর্ঘাকার ভীষণ কুম্ভির ;
তপন তাপেতে কত, তনু সুবিস্তার
করিয়া নির্ভয়ে, যেন কৰ্দ্দম আবৃত
শুষ্ক কাষ্ঠ নদীতটে ; জৃম্ভণ করিতে
মেলিতেছে সে বদন, মনে হয় যেন,
গ্রাসিবে ব্রহ্মাণ্ড ধরি একই গরাসে।
কোথাও বা জটাধারী বসিয়াছে কত
পৰ্ব্বত কন্দর মাঝে, তপেতে মগন,
জলাঞ্জলি দিয়া এই পৃথিবীর সুখ
দুঃখ ভোগে, বাঁধিয়াছে মন সে চরণে,
যাহার সৃজন এই অনন্ত জগত,
ভাবিলে যে পদ সদা, হয় তুচ্ছ জ্ঞান,
ভবেরি সম্পদ চির জড়িত আপদে।
আছে আর আর কত শ্বাপদ সঙ্কুল
নিবীড় কানন, নাহি প্রবেশয়ে রবি
কর জাল সে বিপীন মাঝে কোন কালে,
বসতি করয়ে তাহে মহা বৃহৎকার
অহী, নিৰ্জ্জীবের প্রায় গতিহীন, কিন্তু
বদন সদনে যদি পড়ে কোন জীব,
অমনি গ্রাসয়ে তায় নাহিক এজ্ঞান।

বিষম দণ্ডক বন নিশাচর ময়,
বিকট আকার ধারী কত, আর আর
প্রাণি হন্তা জীব নানা ; তদ্‌পর এই
বেলা পরিহিত নীল লবণাম্বু রাশী ;
কোন নরে হই পার এই পারাপার,
আক্রমিবে হেন লঙ্কা বেষ্ঠিত চৌদিকে
দুর্জ্জয় প্রাচীর যার, ফিরিতেছে সদা
যাহার উপরে, রক্ষ অনিকিনি সবে।
অযোধ্যা হইতে রথ অশ্ব-গজ আদি
সেনা লয়ে লঙ্কাপুরে আসি, কে পারিত
যুঝিবারে : বনবাসী আমি ভাগ্য হীন,
অনুজ লক্ষ্মণ বিনা নাহিক দোসর,
অসাধ্য আমার পক্ষে লঙ্কাপুরে আসা,
যদি তব সহ মিত্র নহিত মিলন ;
নির্ব্বীর করিত কেবা এই লঙ্কাপুরি।”
নীরব হইলে রাম অনতি বিলম্বে
কহিতে লাগিল বীর কিষ্কিন্ধ্যা রাজন ;
“বনের বানর বন্দী হয়েছে যে গুণে,
ভাসিয়াছে যেই গুণে সলিল উপরে
শিলা, বাঁধিয়াছে মন সবাকার তব
যেইগুণে, সেইগুণ বলে বীরশূন্য
লঙ্কাপুরি আজি, বীরপূর্ণ সদা, আছি

আমরা সকলে তব আজ্ঞাবহ মাত্র,
পালিতেছি তবাদেশ প্রাণ পণে, আমা
হ'তে বীর শূন্য লঙ্কা নহিল নহিবে।”
কহিতে লাগিল শুনি রাবণ অনুজ:—
“না ভাবিবে বীর শূন্য হইয়াছে আজি
বীর পূর্ণ এ প্রদেশ, আছে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ
রথি রক্ষরাজ লঙ্কাধামে, মারিবারে
তারে না পারিলে রণে, নহিবে নির্ব্বীর
এই পুরি; অবিদিত তব কাছে কিবা,
দারুণ যে বৈরি তব দয়াময়, আছে
এখন মরিতে বাকি; একেত দুর্জ্জয়
সে রাবণ, তাহে পুনঃ জীবনের আশা
পরিহরি দিবে রণ, কর যুক্তি সবে
কিরূপে বা নিবারিবে যুদ্ধে দশস্কন্ধে।
জানি আমি ভালমতে তাহার বিক্রম,
কম্পিত অমরগণ বৈজয়ন্তি ধামে,
যবে মাতি রণমদে গর্জ্জে দশগ্রীব;
নহিবে সক্ষম এক মুহূঃ সহিবারে
রাবণ বিক্রম যত কপিগণে, ভঙ্গ
দিয়া পলাইবে সবে দেখি দশ মুখে।”
কহিলেন রামচন্দ্র, কেন ভয় এত
দশাননে, হারি দুইবার প্রাণ ভয়ে,

পলাইল যেই জন, ত্যজি রণস্থল,
কিবা সে বীরত্ব তার, এত মিছে ভয়
কেন হেন জনে কর সবে, অসহায়
হইয়াছে যেই তোমা সবা বাহুবলে,
সহিবে বা কত আর তার প্রাণে তোমা
সবার বিক্রম , যাবে শমন-ভবন
সেই অল্পদিনে, জ্ঞাতি বন্ধু পুত্র মিত্র
সবাকার কাছে, আছে কাতর হৃদয়
যে সব বিহনে সদা, নহে অধর্ম্মের
জয় বহুকাল, পূর্ণ হইয়াছে তার
পাপের ভাণ্ডার এবে , কাতর সতত
দেবকুল অত্যাচারে, না পারিবে আর
সহিবারে অবলার দুঃখ ভার ; দিবে
নিজ নিজ পরাক্রম আমা সবা ভুজে,
যেই ভুজ বলে জয়ী সদাকাল মোরা,
উদ্ধারিতে সতী নারী পতিত বিপদে।
নাহি যুঝি আমা সবে লভিবারে ধন
রত্ন লঙ্কাপুর হ'তে, নাহি রাজ্য সুখ
ভুঞ্জিতে হেথায় সাধ ; নাহিক বাসনা
বিস্তৃত করিতে নিজ রাজ্য হৃদি মাঝে ;
উদ্ধারিতে পতিব্রতা বেষ্টিত বিপদে,
দুরন্ত রাক্ষস হস্তে রক্ষ কারাগারে,

যুঝিতেছি আমাসবে ; করে রণ যেই
যথার্থ কারণে :—করি লোভ আদি পাপ
ত্যাগ, উত্তেজিত করে মন পবিত্র কারণে,
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেণ তারে ;
নাহি পরাজয় তার হয় কোন কালে।
সাজ হে বীরেন্দ্র সবে নাশিবারে দুষ্ট
দশাননে কালিকার রণে ; সপ্ত দিবা
পূর্ণ হবে আজি দিবা অবসানে, দেহ
পাঠাইয়া সমাচার লঙ্কানাথে, যেন
অবিলম্বে আসি দেয় রণ ; কত দিন
রহিবে জানকী আর রক্ষ কারাগারে,
নিদয় হৃদয় সব চেড়ির তাড়নে ;
সহিবে বা আর কত দিন তোমা সবে,
এঘোর যাতনা তিষ্ঠি লঙ্কাপুরে ; আছে
নিকষানন্দন সুখে আপন ভবনে,
সহিতেছি আমা সবে বিবিধ দুর্ভোগ।”
উত্তেজিত স্বরে কপি জয় রাম রবে
কাঁপাইল লঙ্কাপুরী দিবা অবসানে।

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

পোহাইল বিভাবরী—রাম জয় নাদে
গর্জ্জিল বানর সেনা লঙ্কার চৌদিকে,
সে রবের সহ মিলি বাদ্য ভাণ্ড রব,
আকুল করিল চারিদিক ;—তুরী ভেরি
কত যে বাজিল, ঘোর রবে, পুরি দেশ
কে পারে গণিতে ; যথা প্রলয় সময়
ডুবাতে সলিলে বিশ্ব, উথলিয়া যেন
ঢালয়ে চৌদিকে বারি মহাপয়োনিধি ।
রুষি সে বিষম রবে গর্জ্জিয়া উঠিল
রক্ষচয় ঘোর রবে ; সমর-উল্লাসে
মত্ত সদা বাজি-রাজি, হ্রেষিল হরষে,
মন্দুরা ত্যজিয়া রণ ভূমে যাবে বলি
ব্যগ্র অতি, ঘন ঘন উভলেজ করি
নাচিতেছে, বক্র গ্রীব, উগ্র তেজ
ভরে ; বারি হতে দ্রুত পদে বাহিরিল
ভীষণ দর্শন হস্তি-চয় ধরি, মহা
দুর্জ্জয় মুদ্গার শুণ্ডে ; পৃষ্ঠ দেশে কত

সুসজ্জিত যোদ্ধাগণ ; মুষল মুদ্গার
ধরি কেহ, কেহ শেল শূল জাটা আদি
প্রহরণ ধরি নানা ; পদাতিক যত
সাজিতেছে ব্যস্ত হয়ে। হেন কালে তুরী
বাজিল সু-উচ্চরবে রাজালয়ে, শুনি
সে গভীর স্বর মাতি বীর মদে, রথ
অশ্ব গজ আদি সেনাচয়, ত্যজি গৃহ,
চলিল ধাইয়া ভেরি রব অনুসারে।
বাজিল বিবিধ বাদ্য রাক্ষস বাজনা,
দামামা দগড়া পুরি দুন্দুভির সহ
মাতাইল জীবকুল রণ রঙ্গে, আর
না রহিল কেহ ঘরে, চলিল সকলে,
নাচিতে নাচিতে যেন বাদ্য তালে তালে ;
উড়িল গগণে ধূলা রাশি আবরিয়া
দশ দিক, পদভরে লাগিল কাঁপিতে
সঘনে বসুধা, যেন অন্তিম প্রলয়ে ;
অথবা অনন্ত তেজ ভুগর্ভ শায়িত,
নাহি পাই নিষ্ক্রমণ পথ, প্রহারিয়া
অগ্নির লহরী চারিদিকে, দোলাইছে
ঘোর শব্দে ধরাতল। রাক্ষস বানর
করিছে গর্জ্জন মুহুঃ মুহুঃ, বাজিতেছে
রণ বাদ্য উত্তেজিত করি সৈন্য দলে,

সে রবের সহ মিলি কোদণ্ড টঙ্কার.
সিংহনাদ, ঘোর শঙ্খ-নাদ, চমকিল
প্রাণি দল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যেবা।
শুনি সে বিষম নাদ, কাতর হইল
রক্ষনারী, জননীর কোমল হৃদয়,
ব্যথিত সতত পুত্র-জীবন কারণ,
উঠিল কাঁদিয়া শুনি প্রাণের তনয়
যাইবে সমরে ; হ'ক যতই কঠিন
প্রসূতির ব্যবহার দুর্জ্জন সন্তানে,
শুনিলে বিপদ কথা, মায়ের হৃদয়
না হ'য়ে কাতর কভু পারে কি রহিতে ?
রক্ষ কুল নারী যত আইল ধাইয়া
অশ্রুময় আঁখি সবে, বিদায় করিতে
প্রাণাধিক তনয়েরে, জনমেরি মত
হায় কত জনে ; কেহ নিবারিছে নেত্র
নীর নেত্রে, ভাবি পাছে মাতৃ চক্ষুধারা
ঘটায় অশুভ কোন, সমর সজ্জিত
আপন আত্মজে ; মুছি কেহ বারি ধারা
করদ্বয়ে নেত্রে, চাহি আকাশের পানে,
সাধিছে দেবতা রক্ষা করিতে সন্তানে ;
বলিতেছে, কেহ :—"যাও দেশ রক্ষা হেতু
বিপক্ষ সমরে পুত্র, মারি দেশ-বৈরী

আসিও কুশলে, সদা শঙ্কর শঙ্করী
রাখেন বিপদে যেন, কৃতান্ত আপনি
আসি তব অসি পরে করুন বসতি
প্রচণ্ড সমরে এই ; যত ঋতুগণ
অর্পণ করুণ নিজ নিজ ভুজ বল
তব ভুজে ; জননীর আশীর্ব্বাদ বেষ্ঠি
তোমাসবে, জয়ী করি ফিরাকু কুশলে।”
জননীর পদরজ ধরি মাথে কেহ
লইছে বিদায় ; কেহ ধরি কর যুগে
প্রেয়সীর করদ্বয়, আর্দ্র নেত্র নীরে,
চাহিতেছে ছল ছল চক্ষে পরস্পর
প্রতি,নাহি জানি ঘটে কিনা, ঘটে দেখা
ছার এ জনমে পুনঃ ; মধুর বচনে
তুষি নিজ প্রণয়িনী, লইছে বিদায়
কোন বার ; কেহ প্রিয় তনয় তনয়া
লয়ে অঙ্কোপরে ঘন ঘন চুম্বিতেছে
বদন কমল তার ; অবোধ বালক
নাহি জানি কিছু আর, কাঁদিতেছে দেখি
বহিছে নয়নে নীর মাতার পিতার।
রাক্ষসী নিকষা নিজ লোক মুখে শুনি,
যাইবে আপনি রণে দশানন, নাহি
বীর রক্ষ কুলে আর, যাইতে সমরে,

আইল ধাইয়া, যথা অস্ত্রাগারে বলী,
দশগ্রীব সাজিতেছে বিবিধ বিধানে।
সহসা সাগতা দেখি জননীরে, নমি
পদতলে, লয়ে ধুলি মাতৃপদ হ'তে
কহিতে লাগিল লঙ্কানাথ :—"কি কারণে
আগমন হেথা তব কহ স্নেহময়ি ;
ধাইছে চৌদিকে রথ অশ্বগজ নানা,
মত্ত রণ রঙ্গে, রণ ক্ষেত্র যাত্রী আমি
এবে, আছে হেন কিবা কথা, যার লাগি
আসিলা আপনি, এত কষ্ট সহ্য করি।"
কহিলা নিকষা :—"কেন যে আ ন্নু আসি,
জানিতে পারিত তব মন, যদি তুমি
জননী হইয়া, তোমাহেন পুত্রে, দিতে
তুরন্ত এ রিপু সহ রণে পাঠাইয়া ;
যার ভুজ বলে বীর শূন্য হইয়াছে
এই লঙ্কাপুরী, পূর্ণ বীর কুলর্ষভে।
যা কহিল বিভীষণ ভ্রাতা তব, তাই
ঘোড়াইল আসি এত দিন পরে হায়,
নির্ম্মূল হইল রক্ষ কুল বুঝি এবে ;
কালের বিচিত্র গতি দেখিয়া না দেখ,
কভু কি সম্ভবে নরে যাহা করিছেন
রামচন্দ্র ; কোন্ কালে ভাসিয়াছে শিলা

সলিল উপরে ; কোন্ কালে বনের বানর
পালয়ে মনুষ্য আজ্ঞা, ভক্তি সহকারে ;
কোন্ কালে মরি প্রাণ পায় জীবগণ
বারম্বার ; মেঘনাদ পুত্র তব, যার
ভুজ বল সহিতে না পারি, পরাজয়
মানিলেন শচীপতি, অমরগণের
সহ, না ধরিল টান শ্রীরামের বাণে ;
আর আর বীরগণ, যাহাদের নামে
কম্পিত অমরগণ বৈজয়ন্ত ধামে,
হারায়েছে প্রাণ সবে রঘুনাথ হাতে,
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী এই লণ্ডভণ্ড হ'ল
অল্প দিনে ; দেখিয়া এ সব নাহি লাগে
ভাল মম মনে, নহে সামান্য মানব
মায়াতে মায়াবী রাম, কে কোথা দেখেছে
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধয়ে মানবে।
মায়ের হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে না যাইও
এ কাল সমরে বৎস, থাক রুদ্ধ করি
দ্বার, প্রাণ বড় ধন ; নহে পাঠাইয়া
জনকনন্দিনী সীতা শ্রীরাম-সমীপে
ঘুচাও বিবাদ যত। ভাগ্যবতী লঙ্কা
তব ভাগ্য-বলে, দেহে প্রাণ থাকে যদি,
পুত্র, তব, পুনঃ আসি সৌভাগ্য ঘটিবে।"

কহিল রাবণ :—"হত হইয়াছে ভাই,
পুত্র, জ্ঞাতি বর্গ, ছার খার হয়েছে এ
পুরী স্বর্ণময়, প্রাণ কাঁদিতেছে সদা
এ সব বিচ্ছেদে ; কিন্তু এই সব দুঃখ
হ'তে বিঁধিল মা গুরুতর তব বাক্য ;
বীরের জননী তুমি বীর প্রসবিনী,
কেমনে কহিলে মাত তিষ্টিবারে গৃহে
রহিব গো কোন্ সুখে ঘরে বসি, সহি
শত্রুর বিক্রম, শেল সম বাজিতেছে
যাহা মম হৃদে ; তুমিও কেমনে সহি
বানরের দর্প, রবে জননী আমার ;
পাঠাইলে জানকীরে এবে হেঁট মুখে,
কি বলিবে চরাচর যত ? জানে সবে
অবনি মণ্ডলে মম তেজ, কোন্ লাজে
দেখাব বদন ? নহে কাতর তনয়
তব, বিসর্জ্জিতে প্রাণ রণে : না পারিব
কভু জলাঞ্জলি দিয়া মানে, পাঠাইতে
জানকীরে লঙ্কাপুর হ'তে, সহিবারে
মরণ অধিক দেবগণ উপহাস।"
কহিলা নিকষা :—"যদি কাতর তনয়
জানকীরে ফিরে দিতে, আছয়ে উপায় :—
যবে দিগ্বিজয় হেতু গিয়াছিলা, তব

অপূর্ব্ব তনয় এক জন্মিল পাতালে ;
পাইল রাজত্ব ভুজবলে তথাকার,
ধরয়ে অদ্ভুত বল পরম মায়াবী,
তার তপবলে বদ্ধা মহামায়া সদা
তাহার [illegible]তে ; স্মর তারে, ঘুচাইবে
সেই রিপু ভয় তব ; মহীতে জনম
মহীরাবণ নামেতে, বিপরীত বীর,
অজেয় জগতে বলি আভাষে সকলে ;
নাশিতে দুর্জ্জয় বৈরি পারে সেই একা।
আছে তব কাছে বদ্ধ, বিপদে স্মরিলে,
আসিয়া তখনি তোমা উদ্ধারিবে সেই।”
বিষাদে হরিষ চিত্ত, বিদারি মায়েরে,
লঙ্কা অধিপতি পশি নিভৃত গৃহেতে,
ঘুরাইল যন্ত্র এক নির্ম্মিত কৌশলে,
আশ্চর্য্য গঠন তার, অদ্ভুত ক্ষমতা ;
রাখিত নৃপতিগণ গৃহ মাঝে নিজ,
দিতে গুপ্ত সমাচার আত্মীয় রাজনে ;
এমনি যতনে গুপ্ত রাখিত তাহায়
নৃপচয়, সাধারণ লোক না জানিত
তার কোন সমাচার, বলীয়ান দৈব
বলে নরপতি ভাবি প্রবোধিত মন।
পর্শিতে সে যন্ত্র মাত্র, জানিল বারতা

মহী, লঙ্কাপুরে পিতা তার ডাকিতেছে।
উঠি ত্বরা বীরসাজে সাজি বাহিরিল
নিজ পুর হ'তে, চড়ি দ্রুতগামী রথে,
নিমেষে পঁহুছিল আসি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে।
প্রনমি পিতার পদে লয়ে পদধূলি
কহিতে লাগিল মহী :—"কি হেতু স্মরিলা
দাসে এতদিন পরে, দেহ অনুমতি
সাধিব কি কার্য্য তব ; কহ লঙ্কাপতি
কি হেতু এ দশা তব—কেন হেরি হেন
বিষাদে মলিন লঙ্কা ; আনন্দ উৎসব
পূর্ণ পুরে, কেন শুনি হাহাকার ধ্বনি
হৃদি বিদারক ; নত শির সবাকার ;
শূন্য মম নাট্য-শালা, নীরব সঙ্গীত,
বিজয়া দিবসে যেন দেউটি নির্ব্বাণ !
কেন রুদ্ধ চারি দ্বার, নগর বাহিরে
সঘনে গরজে কেন বিকট বানর ?
কহ মোরে সবিশেষ সকল বারতা।"
মুছি বারিধারা নেত্রে, কহিতে লাগিল
দশগ্রীব :—"কি কহিব পুত্র মর্ম্মভেদী
লঙ্কার দুর্গতি ঘোর, দেখরে বাছনি
আপন নয়নে সব, চারিভিত মৃত
রক্ষ দেহ পয়োনিধি তট ব্যাপিয়াছে,

ছার খার বীর শূন্য হয়েছে এ পুরী ;
লাঘব রাক্ষস গর্ব্ব রাঘব বিক্রমে ?
কি আর কহিব বীর রাজ্যের দুর্দ্দশা।”
সুধাইল মহী :—“কহ পিতঃ এ দাসেরে,
কেবা সে রাঘব, কেন বিরোধিছে আসি
তব সঙ্গে লঙ্কাপুরে. বিশেষিয়া কহ
এসব বারতা মোরে।” কহিল রাবণ:—
“উত্তর ভারত ভুমে সরযূ-তটিনী
তটে, শুনিয়াছ আছে অযোধ্যা নগরী,
ক্ষত্রিয় প্রধান যথা রাজা দশরথ ;
তাহার তনয় রাম, পিতার আদেশে
দেব কার্য্য সাধিবারে আসে বনবাসে,
জানকী লক্ষ্মণ সহ বনিতা সোদর।
কৌশলে সঁপিল অস্ত্রচয় খরশাণ.
কভু রাখি মুনিগণ স্থানে, বরদান
ছলে কভু, দেবগণ স্বকার্য্য সাধনে,
রাক্ষস নিধন তরে। অস্ত্র বলে বলী,
তপোবন বিঘ্ন বিনাশন ছলে, রাম
লাগিলা নাশিতে রক্ষ ; করিল নির্ম্মূল
দণ্ডক কানন বাসী নিশাচর যত ;
পঞ্চবটী পম্পাতটে আসি দিল দেখা,
পর্ণশালা বান্ধি সবে রহিল তথায়,

নাশিল ক্রমেতে যত আছিল প্রহরী,
অকারণ ধূর্ত্ত-চূড়া-মণি ; পাই ব্যথা
আত্মীয় বিয়োগে হৃদে ; শিখাইতে রামে
বিচ্ছেদ বেদনা কত প্রখর যাতনা,
হরি আনিয়াছি সীতা রাম-সোহাগিনী।
জানকী বিহনে রাম হইয়া কাতর
লাগিল ভ্রমিতে বনে বনে, অবশেষে
সুগ্রীব বানর সহ করিল মিতালি ;
রাজ্য হীন নারী হীন মিলিয়া দুজনে,
কপট সমরে বধি বালি রাজে, দিল
কিষ্কিন্ধ্যার রাজপাট সুগ্রীব মিতায়।
আনাইল নানা দূর দেশ হতে কোটী
কোটী বানরের দল ; অবলীলা ক্রমে
দেখিতে দেখিতে তারা তৃণলতিকায়,
বাঁধিল অতল জল অপার বারিধি,
প্রবল প্রচেতা পাতি বিশাল উরস,
রামপদে মতিমান সম্মান প্রয়াসী
গলায় বাঁধিল পাশ, নাশিতে রাবণ।
"বহিয়া সেতুর পথে অসংখ্য বানর
বেড়িল চৌদিকে আসি কনক নগরী,
একে একে রক্ষ বীর যেবা অগ্রসরি
যায় যুঝিবারে, নাহি আর আসে পুনঃ

প্রাণ লয়ে, কালরূপ এ সমর হতে।
দেখিয়া দুর্জ্জয় রিপু, জাগাইনু ভাই
কুম্ভকর্ণে ভয়ে, সেও হায় হারাইল
প্রাণ মম ভাগ্য দোষে ; আর আর বীর
ছিল যত ক্রমে ক্রমে মরিয়াছে সবে ;
নাহি বীর আর বীর-পূর্ণ এই পুরে।
কাহারে পাঠাই রণে না পাই উপায়
সাজিতেছিলাম নিজে, সমর সাজেতে,
হেন কালে পিতামহী তব, আসি মোরে
কহিলা তোমার কথা। কতেক কহিব
লঙ্কার দুর্গতি ; পার যদি রাখিবারে
এ ঘোর বিপদে পুর, তবেত মঙ্গল,
নহিলে ডুবিল রক্ষ কুল জনমেরি
মত, কাল সাগরের আবর্ত্তে ভীষণ।”
অশ্রুময় অক্ষি রক্ষ নীরব হইল।
আশ্বাসিয়া দশাননে, মধুর বচনে
কহিতে লাগিল মহী ;—“ঘুচাইব ভয়
নাহিক সন্দেহ তব, যাব একেশ্বর
আমি রণে, নাহি কাজ একটী সেনায়,
প্রকাশি রাক্ষস মায়া করিব হরণ
রাম লক্ষ্মণেরে, লয়ে পাতাল পুরেতে
দিব নরবলি দোঁহে মহামায়া স্থানে ;

পলাবে বানরগণ, দোঁহার বিহনে ·
ছাড়ি লঙ্কাপুর ; আর যদি তারা নাহি
করে পলায়ন, করি সাহসে নির্ভর,
যুঝিবারে চাহে মম সাথে, বিনাশিব
কপিগণে পশুপতি যথা মৃগগণে।
বিলম্বেতে কিবা কাজ বৃথা, দেহ মোরে
অনুমতি ত্বরা, রক্ষ-রাজ, যেন আজি
নিশীথ সময়ে হরি লঙ্কাপুর বৈরী
রাখি লয়ে নিজ পুরে ; নিশা অবসানে
দিয়া নরবলি দোঁহে দেবির মন্দিরে
ঘুচাইব কালি রক্ষ কুল বৈরি ভয়।"
আনন্দে উঠিয়া রক্ষ রাজ প্রসারিয়া
বাহু লইলেন ক্রোড়ে পুত্র, চুম্বি শির
বসাইয়া নিজ রত্ন সিংহাসনে, নানা
অলঙ্কারে সাজাইয়া কহিতে লাগিল ;
"ধন্য পুত্র তুমি রক্ষ কুলে, তব তেজে
নিশ্চিন্ত রহিব আমি পিতা তব ;
রক্ষ কুল বালা মুক্তকণ্ঠে গাইবে উচ্চে
তব যশ গান সদা, রক্ষ বীরগণ
প্রেত হবে তৃপ্ত সবে অরির শোণিতে,
ঘুষিবে সুযশ তব চিরদিন তরে,
এ মহীমণ্ডলে : স্মরি মহামায়া সুত!

যার বলে, বলবান তুমি চির কাল,
যাও অবিলম্বে রণে, তিনিই সর্ব্বদা
করিবেন রক্ষা তোমা বিপদে সম্পদে।”
বিদায়ি মহীরে আসি বসিলা বাহিরে,
হর্ষোৎসুক দশানন ব্যাকুল হৃদয়ে,
কি জানি কি ঘটে আজি এ বিষম রণে।

হেথায় সমর মদে মত্ত রঘুচমূ
কাঁপাইছে লঙ্কাপুরী জয় রাম রবে;
শিলা বৃক্ষ স্থানে স্থানে মহীরুহাকার
সংগ্রহ করিছে অস্ত্রহীন কপিগণ,
অস্ত্রধারী যারা খাণ্ডা খরশাণ, তীক্ষ্ণ
অসি, ভল্ল, আদি অস্ত্র উলটি পালটি
দেখিছে যতনে; কেহ বাছিয়া বিবিধ
বাণ, রাখিতেছে তূণ পুর্ণ করি, জানি
আসিবে রণেতে আজি দুর্জ্জয় রাবণ।
শুনি দুর্গ মাঝে ঘোর রক্ষ রণ বাদ্য
উৎসাহে মাতিছে সবে, নাচিছে ধমনি,
ভাবি ক্ষণ কাল মধ্যে আসিলে রাক্ষস
বাজিবে তুমুল রণ, বিনাশিবে রক্ষ
অনিকিনী মন সাধে কিন্তু ক্রমে শুনি
বাদ্য কোলাহল স্তব্ধ ভগ্নোৎসাহ সবে
রহিল সমর ক্ষেত্রে, স্থির ভাবে, নাহি

জানি কি আদেশ দেন রঘুবর এবে।
নিরুৎসাহ রঘুনাথ আইলা শিবিরে
সমর তরঙ্গ শুনি স্থগিত লঙ্কাতে ;
সম্ভাষিয়া সভাসদে, বসিলে সকলে,
কহিলেন রামচন্দ্র চাহি বিভীষণে ;—
"রাঘব মঙ্গল হেতু আছ লঙ্কাধামে,
মিত্র তুমি রক্ষরূপে, কহ কি মন্ত্রণা
করিছে রাবণ এবে বসি লঙ্কাপুরে।
সাজিল সমর সাজে, রক্ষ সেনাচয়,
বাজিল বিবিধ রণবাদ্য, কিন্তু নাহি
আসি রণস্থলে, কেন নীরব হইল
রিপু-সৈন্য কোলাহল ; নাহি শুনি কেন
আর তূরী ভেরী শৃঙ্গ ভীষণ নিনাদ ;
কহ মোরে ত্বরা পার যদি মিত্রবর
কহিবারে এ বারতা ; সতত চঞ্চল
চিত মম জানিবারে এই সমাচার।"
নিবেদিল বিভীষণ :—"কেমনে জানিব
লঙ্কার সংবাদ আমি, থাকিয়া শিবিরে
তব, নহে ভীত রণে লঙ্কানাথ, জানি
আমি ভাল মতে, তবে যে বিরত আজি
রণে কি কারণে, নাহি পারি কহিবারে
দয়াময় ; না জানি যে কি মন্ত্রণা করি,

হইয়াছে ক্লান্ত রণে বীর দশানন ;
যদি পাই অনুমতি, রঘুকুলনিধি,
যাইয়া নিমেষ তরে অলক্ষিত ভাবে
রাবণ সভাতে, দেখি কিবা চক্র আজি
করিছে কুচক্রী পুনঃ বসি নিজালয়ে।"
কহিলেন রামচন্দ্র "ধন্য মিত্র তোমা
মিলাইলা দেবগণ,—সীতা দুঃখে দুঃখী ;
তারিতেছ বারে বারে, বিবিধ বিপদে।"
লইয়া বিদায় বীর ত্বরিত গমনে
লঙ্কার বারতা আনি দিল পলভরে
কহিল কাতর স্বরে :—"যা দেখিনু প্রভু
লঙ্কাপুরে, কহিবারে তব কাছে ভয়
বাসি মনে, দেখিলাম আসিয়াছে পিতৃ
সম্ভাষণে, রসাতলপতি, লঙ্কামাঝে
রাবণ আত্মজ ; পিতা পুত্রে দোঁহে বসি
একাসনে করিতেছে—মন্ত্রণা, যেরূপে
নাশিবারে পারে তোমা দোঁহে, কিবা বলে
কিবা ছলে ; জানে নানা মায়া দুষ্টজন,
মায়ার পুতলি মহী ; রাখিয়াছে ভক্তি
জোরে ভগবতি, নিজ পুরে স্থির রূপে ;
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কাঁপে তার নামে
নিত্যকাল ; নাহি দেখি পরিত্রাণ মহী

সহ রণে, অলক্ষিতে আসি ঘটাইবে
সর্ব্বনাশ ; না জানিবে কেহ কোন পথে
আসিল পাতকী চোর, এমনি দুর্জ্জন ;
নিরাপদে পোহাইলে আজিকার নিশি
সফল জীবন জানি আমা সবাকার।"
চিন্তাকুল মিত্রবরে দেখি রঘুমণি,
কহিলেন ডাক দিয়া যত বীর গণে :—
"যা কহিল বিভীষণ শুনিলে সকলে,
এবে কর যুক্তি সবে মারিবারে দুষ্ট
রাবণতনয়ে ; মরিবার তরে সেই
আসিয়াছে লঙ্কাপুরে নাহিক সন্দেহ :
দুরন্ত রাক্ষস বংশ যে যে স্থানে আছে,
মরিবে সকলে ক্রমে, আসি এই পুরে,
প্রদীপ্ত পাবকে যথা পতঙ্গের দল ;
বিপদ সময় থাকি সাবধানে কর
উদ্ধার উপায়, যদি অশুভ ঘটয়ে
তাহে, নহে দোষ কার, বিনা প্রাক্তনের।"
কহিতে লাগিল কর যোড়ে জাম্বুবান :—
"সাবধানে থাকা চাহি সদা, যদবধি
জীবিত থাকিবে সেই লঙ্কা অধিপতি,
পোহাইতে অনিদ্রায় হ'বে আজি নিশি ;
অস্ত্রধারী সেনা লয়ে করিত সমর

যদি, নাহি ছিল ভয় তাহে, চোর বেশে
অলক্ষিতে আসি দিবে হানা যেই জন,
অধিক তাহারে ভয় ; মম অভিপ্রায়
শুন নরবর, আছে তোমা দোঁহা প্রতি
সমধিক শত্রুভাব. বিনাশিতে দোঁহে
করিবে আয়াস প্রাণপণে, সাবধানে
থাক সবে, যেন কোন মতে নাহি পারে
ছুঁইবারে দুরাশয়, ভাই দুই জনে।
নির্ম্মাণ করহ চারু গৃহ, থাকুন তাহায়
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে, সুগ্রীব অঙ্গদ
দুই বীর অভ্যন্তরে, রক্ষক রূপেতে
জাগুক সতত ; দ্বারী রূপে হনুমান
রহুক দ্বারেতে বলী, নারিবে ভুলাতে
রাবণ আত্মজ তায় ; অপর সকলে
রহুক চৌদিকে বেষ্ঠি গৃহ ; তত্ত্ব লয়ে
সবাকার বিভীষণ ফিরুন সর্ব্বদা।”

শুনিয়া বুড়ার কথা সায় দিল সবে,
অনতিবিলম্বে হনু, নল, নীল, মিলি
নির্ম্মাণ করিল গৃহ অতি পরিপাটী ;—
চৌদিকে প্রাচীর, নাহি গবাক্ষ সঞ্চার,
সবে মাত্র এক দ্বার ; রক্ষক তাহাতে
পবন নন্দন হনু, আর আর কপি

বেষ্টিত করিয়া সবে গৃহ চারি দিকেণ।
চির প্রচলিত এই জগতের রীতি
নহে চির স্থায়ী কেহ, এক যায় আর
আসে এই নিত্যকাল, সাগর তরঙ্গ
সম ; সুখ পরে দুঃখ, দুঃখ পরে সুখ,
ভ্রমে অনিবার এই অবনীমণ্ডলে ;
দিবা অবসানে আসি উত্তরিল নিশা
এ রঙ্গ-ভূমেতে, ঘোর তিমির অম্বরে
আচ্ছাদিতা, সুশোভিত তাহে মণি মুক্তা
প্রবালাদি কত, কভু তারা রূপে, কভু
গ্রহ রূপে, খদ্যোতিকা রূপে প্রকাশয়ে
চৌদিক মণ্ডল কভু, অপূর্ব্ব শোভাতে।
আগতা যামিনী দেখি মুদিল প্রফুল্ল
মুখ কমলিনী, সহ বিয়োগ বিধুরা
সূর্য্যমুখী অধোমুখী ; আনন্দে ফুটিল
কুমুদিনী, সুশোভিত দেখি নিশানাথে
সুনীল মণ্ডল মাঝে, হেলিছে দুলিছে
যেন আশা করি নব বধূসমাগম ;
পশু পক্ষী দিবাচর যারা পলাইল
দেখি অস্তগত দেব দিন নাথে ; যত
নিশাচর বাহিরিল একে একে নিজ
নিজ বাস হ'তে ; দুষ্ট অভিসন্ধি ঢাকি

তিমির বসনে, ধীরে ধীরে আশাপথে
চলিল চৌদিকে সবে। বসি গুপ্তস্থানে
ডাকিল গম্ভীর স্বরে পেচক শাখায়,
তালে তালে বাড়ে যেন কটু কণ্ঠ স্বর;
চর্ম্মাবৃত পক্ষ ঝাড়ি বিবিধ বাদুড়
ভ্রমিতে লাগিল গাছে গাছে, ব্যোমচর
বনচর বিনা, কত দ্বিপদ পামর
বাহিরিল সংগোপনে, জীবন সংহার
আশে কেহ, কেহ আর ঘোর দুরাশয়।
এ হেন সময় ঘোর তিমিরে আবৃত,
বাহিরিল রাবণ তনয় চোর বেশে,
ছলে বলে হরিবারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
হত্যার কারণে; ধীরে ধীরে আসি মহী
রামের শিবির মাঝে, দেখিল সকলে
সাবধানে অনিদ্রায় ফিরিছে সঘনে!
দেখিয়া বিষম কাণ্ড বিচারিল মনে
মনে মহী :—"না পারিব ভুলাইতে বিনা
মায়াজাল চতুর এ কপিসেনা, আছে
রিপু মাঝে বৈরিভাবে খুল্লতাত, রক্ষ
মায়া জানে সেই সব, নাহিক এড়ান
পড়িলে হস্তেতে তার, বুঝিয়া করিতে
সাবধানে হবে কার্য্য, পুরাতে কামনা,

না ঘটে ব্যাঘাত যেন কোনরূপে আজি।”
এতেক বিচারি রক্ষ উঠিল আকাশে
মায়া বলে, ভ্রমি ক্ষণকাল চারিদিকে,
জানিল যেরূপে আছে রাম অনীকিনী
নিশিযোগে অনিদ্রায় ; দেখিয়া দুষ্কর,
ক্ষণেক বিচারি, ধরি দশরথ রূপ,
আসি দেখা দিল মহী হনুমান আগে ;
কহিল পবন সুতে :—“বহুদিন নাহি
দেখি প্রাণ সম দুই তনয়েরে ; প্রাণ
হতেছে আকুল মম দেখিবারে দোঁহে ;
এই ঘরে আছে নাকি সেই দুই জন
যাদের বিহনে প্রাণ আকাশে বিলীন—
পুত্র স্নেহ খরস্রোত বুঝে থাক যদি
দ্বার ছাড়, আলিঙ্গিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
পুরাইব মন সাধ দেখি দোঁহাকার
চন্দ্রানন, বিলম্বিলে পাইব যাতনা।”
নিবেদিল হনুমান :—“ক্ষণ বিলম্বহ
নরবর না পারিব ছাড়িবারে দ্বার
অনুমতি বিনা, ত্বরা আসিবেন হেথা
বিভীষণ রথী, লয়ে অনুমতি তাঁর
দেখিও মনের সাধে আপন তনয়।”
প্রবেশ না পাই ঘরে ধীরে ধীরে চলি

গেলা দশরথ রাজা, কি জানি ঘটায়
অমঙ্গল আসি রক্ষ বিভীষণ বলী।
ক্ষণ-কাল পরে রক্ষরাজানুজ আসি
দেখা দিলা গড়দ্বারে, সুধিলা কুশল;
কহিতে লাগিল বীর হনুমান ত্বরা:—
"আসিয়াছিলেন বৃদ্ধ রাজা দশরথ,
নয়নে জলের ধারা দেখিতে তনয়,
দেখিয়া বিলম্ব তব ক্রোধে কম্পমান
চলি গেলা আর কোথা—অজের নন্দন।"
কহিলা নিকষা সুত:—"সাবধানে থাক
বীর হনুমান যেন নাহি যায় কেহ
গড়ের ভিতরে কোন মতে, জানে নানা
মায়া সেই দুষ্ট মহী, মায়ার পুতলি,
ভুলাইলে সুচতুর বীরবর আজি—
চির দিন তব নামে কলঙ্ক রহিবে।"
সাবধান করি হেনরূপে বাহিরিলা
বিভীষণ, দেখিবারে চারিদিকে আছে
কে কেমন, নিশাকালে প্রহরী সকলে।
অন্তর্হিত খুল্লতাত দেখি মহী ধরি
ভরতের রূপ আসি কহিতে লাগিল
হনুমানে; বহু দিন নাহি দেখি ভাই
দুই জনে হইয়াছে ব্যথিত হৃদয়;

সম্প্রতি শুনিয়া ঘোর সমর বারতা
লঙ্কাপুরে, আসিলাম ত্বরিত গমনে
যুড়াও তাপিত প্রাণ দেখাইয়া ভাই
দুই জনে, তিলেক না পারি তিষ্ঠিবারে,
দেহ দ্বার ছাড়ি ত্বরা পুরাই বাসনা।”
“নাহি অনুমতি মোর প্রতি ছাড়িবারে
দ্বার” কহিলেক হনু “তিষ্ঠ ক্ষণ কাল,
আসিলে রাবণ ভ্রাতা পাইবে করিতে
মনোমত দরশন লয়ে অনুমতি।”
আরক্ত লোচন কোপে পরুষ বচনে
কহিতে লাগিল ভণ্ড :—“যাইব দেখিতে
প্রাণসম ভাই তাঁহে তিষ্ঠিব দ্বারেতে,
বিভীষণ হেতু কেন অকারণে ; নহে
আপনার আমা হ’তে, রাম লক্ষ্মণের
রক্ষবর, যদি নাহি জান মোরে, যাও
শ্রীরাম সমীপে তুমি, কহ গিয়া তাঁরে
দ্বারেতে ভরত ভ্রাতা, চাহে নোয়াইতে
ও পদ পঙ্কজে মাথা বহুদিনান্তরে :
তখনি আদেশ হবে নাহিক সংশয়।”
উত্তরিল হনুমান :—“তিষ্ঠ ক্ষণকাল
যদবধি না আইসে হেথা বিভীষণ,
আছয়ে দুরন্ত রিপু দারুণ মায়াবি,

ফিরিতেছে নানা রূপে, ভুলাইয়া সবে
হরিবারে সঙ্গোপনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ;
নাহি বুঝি কপি আমি রাক্ষসের মায়া,
না দেখিলে বিভীষণ না দিব কাহাকে
প্রবেশিতে আজি এই গৃহে কোন মতে।”
শুনি বিভীষণ স্বর অনতি দূরেতে
কহিতে লাগিল ভণ্ড :— “না দিলে আমারে
দেখিবারে প্রাণসম ভ্রাতা দোঁহে, যাই
মন দুঃখে, পাইবে হে এর প্রতিফল
নিশা অবসানে, তুমি আদি কপিগণ।”
এত বলি ধীরে ধীরে চলিল ভরত।
ক্ষণ কালে বিভীষণ আসি সুধাইল
সমাচার, আশুগতি-পুত্র নিবেদিল ঃ—
“আসিয়াছিলেন যুবা রুদ্ররূপ ধারী
ভরত নামেতে, নাহি পাই পশিবারে
গৃহ মাঝে, ক্রোধভরে গিয়াছেন চলি।”
শুনিয়া বারতা চিন্তি ক্ষণকাল, বুধ
বিভীষণ বিচারিয়া কহিতে লাগিল :—
“এই সব সমাচার নাহি লাগে ভাল
মম মনে, রঘুবীর দোঁহে কতদিন
আছেন লঙ্কাতে, নাহি আসি কোন জন
তত্ত্ব লয় দোঁহাকার কোন কালে, আজি

কিবা হেন দিন, ত্যজি স্বর্গের বসতি,
আসিবেন দশরথ রাজা দেখিবারে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে ; কেনইবা হেথা
আসিবে ভরত, ত্যজি অযোধ্যার পাট,
কেন নাহি দেখা করি যাবে চলি মনে
লইতেছে মম, নহে দশরথ কিবা
প্রকৃত ভরত কেহ, আসিতেছে মায়া
করি দুষ্ট মহী রক্ষ, ধরি নানা রূপ।
সাবধানে থাক হনু না ছাড়িবে দ্বার
কভু যদি আসে তব পিতা ; সকলের
প্রাণ আজি তব হাতে, যেন নাহি পড়ে
কলঙ্কের রেখা বীর নির্ম্মল তোমার
ভকতি মার্গেতে দুষ্ট মহীর মায়ায় ;
এত বলি পুনঃ গেল বিভীষণ রথী
তত্ত্ব লইবার তরে আর সবাকার।
অন্তর্হিত দেখি রক্ষবরে ধীরে ধীরে
দেখা দিল মহী ধরি কৌশল্যার রূপ।
কাতরা কহিল বুড়ী চাহি হনুমানে :—
"চৌদ্দবর্ষ নাহি দেখি বনবাসী রামে
হয়েছি ব্যাকুল অতি, যদি কহি মোরে
কোথায় আছয়ে দোঁহে, পার দেখাইতে,
দিবে হে আনন্দ বড় দুঃখিনী হৃদয়ে.

চিরদিন হাহাকারে জ্বলিছে জীবন,
যুড়াওরে বাছা হনু, পার যদি তুমি,
দেখায়ে অমূল্য নিধি ভাই দুই জনে।”
কহিতে লাগিল ক্রোধে পবন কুমার :—
“আসিতেছ বারে বারে নানা বেশ ধরি
দুষ্ট নিশাচর ; আছ এবে নারীরূপে
অবধ্য, নহিলে মারি একই চাপড়
লইতাম প্রাণ তব : যাও দূর হয়ে
হেথা হ’তে যদি চাহ রাখিবারে প্রাণ,
আসিলে পামর পুনঃ নাহিক এড়ান।”
মারুতির মুখে শুনি কঠোর বচন,
দেখি দন্ত কড়মড়ি, পলাইল ধীরে
ধীরে ছদ্মবেশধারী রাবণ তনয়।
দৈবের নির্ব্বন্ধ হায় কে পারে খণ্ডিতে,
অন্যথা নাহিক তার ঘটে কোন কালে,
বিষম কুহকে পড়ে বিচক্ষণ জন ;
নহিলে ছাড়িয়া কেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
বিভীষণ যাবে অন্যস্থানে, দেখিবারে
ইতর বানর, রাখি ঘরের ভিতর
সবাকার যতনের ধন মহামূল !
বিশ্বাসী বীরেশ ভক্ত হনুমান বীর,
অনভিজ্ঞ সেহ রক্ষ মায়া বুঝিবারে ;

জানিয়া এসব ভুলি নিয়তি ছলনে,.
নারিল রহিতে বলী বিভীষণ দ্বারে।
চলি গেলে বিভীষণ ; দুরন্ত সে মহী
আসিল ত্বরায় ধরি বিভীষণ বেশ ;
রাবণ অনুজ জ্ঞানে জিজ্ঞাসিল হনু :—
"কি হেতু আইলা এত ত্বরা করি এবে
রক্ষ বর, আছে কিবা অভিপ্রায় তব।
বিভীষণ রূপী মহী কহিতে লাগিল :—
"জানে নানা মায়া দুষ্ট রাবণ নন্দন,
কিজানি কি ছলে আসি অশুভ ঘটায় ;
সহসা পড়িল মম মনে, দিব বাঁধি
পাগ এক রাম মাথে মন্ত্রপূত করি,
যাহার প্রভাবে যক্ষ রক্ষ দুষ্ট জন
নারিবে হিংসিতে কোন কালে মিত্রবরে।"
ভুলিয়া মহীর বাক্যে বিভীষণ জ্ঞানে
ছাড়ি দিল দ্বার হনু ; আনন্দে পশিল
ঘরের ভিতরে মহী, পশিল হরিষে,
পাণ্ডব শিবিরে যথা অশ্বত্থমা রথী,
বধিবারে পাণ্ডু পুত্রে নিদ্রিত নিশায়,
যবে ছাড়ি দিলা দ্বার ভোলা ত্রিপুরারি।
স্মরি মহামায়া দিল ধূলা ছড়াইয়া,
কালনিদ্রা সম সবে ঘোর অভিভূত,

হারায়ে চেতনা শুয়ে বসুধার কোলে
পড়িল সকলে , পড়ে যথা ঘোর ঝড়ে
কদলী কানন, অস্ত্রমুখে তৃণ রাজি।
আনন্দে লইয়া দুই ভাই প্রবেশিল
পাতাল পুরেতে মহী সুড়ঙ্গের পথে ;
নিদ্রিত দোঁহায় রাখি রুদ্ধ কারাগারে,
নিযুক্ত করিয়া রক্ষ প্রহরী সকলে,
চলিল প্রফুল্ল মহী অন্তঃপুর মাঝে।
ক্ষণকাল পরে আসি বিভীষণ দিল
গড়ের বাহিরে দেখা ; দেখিয়া তাহায়
জ্বলিয়া উঠিল কোপে বীর হনুমান,
কহিতে লাগিল রোষ ভরে :—"না জানি যে
কোন্ ছলে আছ রক্ষ রামের নিকটে,
ভুলাইয়া রঘুবরে বাক্যের ছলনে ;
আছয়ে তোমার চক্র রাবণের সহ,
সাধিতে তাহার কার্য্য আছ ছদ্মমিত্র
রূপে, আমা সবা সনে, সুযোগ চাহিয়া ;
ঘুচাইব ছদ্মবেশী তোর ভণ্ডপনা
একই চাপড়ে আজি এই দণ্ডে আমি।"
কহিতে লাগিল বলী বিভীষণ :—"কেন
হেন অপরূপ কথা কহিছ আমারে,
কপট পামর নহি আমি কোন কালে,

দিয়াছি হে বারে বারে নিজ পরিচয়,
উপদেশ দিয়া নিজ পুত্রে নাশিয়াছি :—
কিন্তু নহে বৃথা বাক্ বিতণ্ডার বেলা
এ মহা বিপদ দিনে, কহ ত্বরা বীর,
কি দোষ পাইয়া তুমি নিন্দিলে আমারে।”
কহিল পবন সুত :—“গত ক্ষণ কাল
প্রবেশিলে গৃহ মাঝে পাগ বাঁধিবারে,
বাহিরিলে কোন্ পথে না পারি বুঝিতে।”
চমকিয়া বিভীষণ হনুর বচনে,
শিরে হাত দিয়া বীর কহিতে লাগিল ;
“কহ কি বা কথা হনু না পারি বুঝিতে,
ঘটিয়াছে সর্ব্বনাশ বুঝি অনুমানে ;
মম বেশে মহী কিবা পশিল গৃহেতে ;
চল ত্বরা দেখি গিয়া কেমনে আছেন
মিত্র মম যার লাগি আয়োজন এত,
যাহার মঙ্গলে বুঝি সবার মঙ্গল।”
সচকিত হনুমান লজ্জিত দুঃখিত
দ্রুতগতি গেলা বীর গৃহ মাঝে ; আছে
সুগ্রীব অঙ্গদ দোঁহে নিদ্রায় বিভোল,
আর কেহ নাহি ঘরে ; না দেখে শ্রীরাম
লক্ষণ ভাসিল নেত্রনীরে হনুমান
বিভীষণ ; শূন্যময় হেরিল চৌদিক ;

করি শিরে করাঘাত কাঁদিতে লাগিল
বীরদ্বয়, যাগাইল সগ্রীব অঙ্গদে।
চমকি উঠিয়া ফিরি চাহিলা চৌদিকে,
না হেরিয়া মিত্রবরে হতাশ হইয়া
লাগিল কান্দিতে দোঁহে. কহিল সুগ্রীব :-
"পলাইলে কোথা মিত্র ভ্রাতা সহ কেন,
ত্যজি আমা সবে, এই অরিপূর্ণ পুরে ;
নির্দ্দয় গো হেথা সবে আমা সবা প্রতি ;
তব বলে বলী মোরা লঙ্কাপুর মাঝে,
কেন হে নিদয় হয়ে ত্যজিলে সকলে ;
কেমনে ধরিব প্রাণ হেন মিত্র বিনে,
বশীভূত যার গুণে ত্যজি রাজ্য পাট
আসিলাম রণ বেশে এই লঙ্কাপুরে ;
রহিল গো চিরকাল একলঙ্ক মম,
হরিল অমূল্য নিধি রাবণ অঙ্গজ,
ভুলাইয়া আমা-সবে ; কেমনে বহিব
কলঙ্কের ভার হেন, নাহি কাজ রাখি
এ পরাণ, অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আজি
করিব এ তনু ভস্ম শ্রীরাম বিহনে।"
হেনরূপে কপিরাজ লাগিল কান্দিতে ;
শুনিল সকলে ক্রমে, নাহি কটকের
মধ্যে রঘুবীর দোঁহে ; হাহাকার রবে

চারিদিকে কপিসৈন্য লাগিল কান্দিতে।
চক্ষে বারিধারা ধূলি-ধূসরিত কায়
কহিতে লাগিল হনু, বৃথা মম বল
বীর্য্য, বৃথা বীরপনা, শ্রীরামে ভকতি,
বিভীষণ বৃথা তোমা কহিলাম কটু
দুরক্ষর বাণী, নাহিলবে অপরাধ;
নিশ্চয় ত্যজিব তনু জলনিধিজলে;
নহে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি ঝাঁপ দিব তাহে।
থাক তোমা সবে এই স্থানে একত্রিত,
যদবধি নাহি আসি আমি হেথা পুনঃ।
প্রাণ পণে সর্ব্বস্থান করি পাতি পাতি
দেখিব ত্রিলোক, তাহে যদি নাহি পাই
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে, ত্যজিব জীবন
নাহিক অন্যথা; যদি থাকয়ে ভকতি
অবিচল মম, রাম পদে, পাব দেখা
নাহিক সংশয় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।
এই সুড়ঙ্গের পথে লয়ে গেছে মহী
চুরি করি আমাদের অমূল্য রতন;
যাই এই পথে আমি, তিষ্ঠ তোমাসবে।"

প্রবেশিল এতবলি হনুমান সেই
সুড়ঙ্গের পথে; ক্ষণকাল মধ্যে আসি
উতরিল বীরবর পাতাল পুরেতে

দেখিল অপূর্ব্ব পুরী, প্রকাশ হয়েছে
সে প্রদেশে দিনমণি প্রভাতকিরণে ;—
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সব হেলিছে দুলিছে,
সাগরতরঙ্গ সম প্রভাতসমীরে ;
ঝুলিছে শিশিরবিন্দু তৃণ শির পরে
নীল পীত আদি নানা বর্ণে ভানুকরে,
মুক্তাসম ক্ষেত্রোপরে হরিদ বরণ।
ঝরিতেছে বারি বিন্দু পাতায় পাতায়,
মনে হয় তরু, যেন কান্দিয়া বিকল
সবে সারারাতি, নাহি দেখি দিননাথে।
পক্ষিচয় মুক্তকণ্ঠে গাইছে প্রভাতি
মনের আনন্দে পূর্ণ ;   জাগিতেছে যত
মহাপুরবাসী জন স্মরি মহামায়া,
কোলাহলে পূর্ণ হতেছে চৌদিক।
ধীরে ধীরে হনুমান চলিল নগর
মাঝে, ধরি মরকটরূপ ক্ষুদ্র জাতি ;
অনতিদূরেতে দেখি রাজালয়, মনে
মনে বিচারিল হনু, :—“আছয়ে এ পুরে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে বুঝি অনুমানে ;
বিকল বানর সৈন্য যাঁহার বিহনে ;
প্রহরী জাগিছে দ্বারে, বিসংবাদ বিনা
নারিব পশিতে আমি এপুর মাঝারে ;‘

কিবা পাতি মায়াজাল ভুলাইয়া রক্ষ
অনীকিনী, প্রবেশিব মহীপুর মাঝে।”
এতেক বিচারি, ক্ষণ কাল চিন্তি বীর—
চূড়ামণি মনে মনে কহিতে লাগিল :—
“রহিয়া এস্থানে জানি অগ্রে সমাচার,
আছেন কি নাহি এই পুর অভ্যন্তরে
নব দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম রঘুবীর ;
সন্ধান পাইলে স্থির প্রবেশিয়া পুরে,
আনিব দোঁহারে ইথে নাহিক সংশয়।”
মন্দমন্দগতি হনু চিন্তায় মগন,
দেখিল অনতি দূরে অপূর্ব্ব দীর্ঘিকা,
পরিপূর্ণ মনোহর শ্যামল সলিলে,
পবন হিল্লোলে উঠি তরঙ্গ নিচয়
নাচাইছে বিকসিত পুণ্ডরীক-দল,
মকরন্দ লোভে ধায় অলী গুঞ্জরিয়া।
শিলা-বাঁধা চারুঘাট শোভিত চৌদিকে ;
তটের উপরে শোভে কুসুম কানন
সজ্জিত কুসুম দামে ; মনে হয় যেন
বিরাজিছে সেইস্থানে ঋতুরাজ সদা।
ধীরে ধীরে সর কূলে, তরুশাখে বসি
ধরি মরকট রূপ পবনতনয়,
লুকাইয়া নিজ অঙ্গ পল্লব মাঝারে,

লাগিল শুনিতে, কে-কি কথা কহিতেছে
পরস্পর, সরোবরঘাটে আসি সবে।
উতরিল হেন কালে আসি বামাদল,
কক্ষেতে কলসী কথা কহিতে কহিতে।
পাছে পাছে এক নারী অতীব প্রাচীনা
মহীপুরবাসী দাসা আগল তথায় ;
দেখিয়া তাহারে সবে সাগ্রহে সুধিলা:—
"কহ কহ বড় দিদি, কিবা মহোৎসবে
মাতিয়াছে রাজালয়বাসী আজি, কেন
বাজিছে বাজনা ঘোর রবে উষা কাল
অসময় হ'তে, হুলাহুলি কেনইবা
দিতেছে কামিনী সবে অন্তঃপুর মাঝে ;
কহ সব সমাচার শুনিব সকলে।"
"কেমনে কহিব ভগ্নি নিদারুণ কথা :
আনিয়াছে কল্য নিশা কালে, আমাদের
রাজা নর শিশু দুটী, দেখিলে তাদের
রূপের মাধুরী, হৃদি বিদরিয়া যায়,
ভুবনমোহন রূপ অতুল পাতালে ;
কোন অভাগিনী সুত সুমতী সরল,
ধরিছে কেমনে প্রাণ দোঁহার প্রসূতি,
হারাইয়ে হেন নিধি অমূল্য জগতে,
না জানি যে কি দশায় আছে সে অভাগী,

নাহি দেখি এ দোঁহার চারু চন্দ্রানন।
ক্ষণকাল পরে দিবে নর বলি দোঁহে
শক্তির সদনে, ইষ্টসিদ্ধি করিবারে ;
নির্দয় সকলে সদা এ রক্ষ নগরে,
নহিলে কি প্রাণ ধরি পারে দিতে বলি
হেন শিশু দোঁহে, রূপে অতুল জগতে ;
কি বলিব অনাথিনী কে শুনিবে কথা
কিন্তু প্রাণ-চাহে মম বাঁচাইতে দোঁহে।"
শুনি সচকিত সবে কাতর হৃদয়।

হেন কালে দ্বিজ দোঁহে আসিল তথায়
নিরখিয়া বৃক্ষ মাঝে মরকট রূপী
পবননন্দনে ত্রস্তে চাহিয়া চৌদিকে,
কহিতে লাগিল এক সম্ভাষি অপরে :—
"নাহি জানি ঘটে কিবা বিপদ বিষম
আজি এই রাজ্য মাঝে ; কহিতে ডরাই"
চাহিয়া চৌদিকে ভীত "যে বুঝি রাজার
আসিল নিকট মৃত্যু এতদিন পরে।"
চমকি অপর দ্বিজ কহিতে লাগিল :—
"নাহি কি জীবনে ভয় না কহ এমন,
যদি কেহ কোনরূপে শুনে এই কথা,
নিশ্চয় বধিবে দোঁহে নাহিক নিস্তার ;
পুনঃ যদি শুনি হেন কথা তব মুখে

ত্যজি তব সঙ্গ যাব অন্য পথে চলি।
অকারণে কেন দিব প্রাণ তব লাগি।”
হাসিয়া অপর দ্বিজ কহিতে লাগিল :—
“নাহি অন্য লোক হেথা কেন কর ভয়,
কহিতেছি পূর্ব্ব কথা শুন মন দিয়া;
করিল বিস্তর তপ মহী মহারাজা
হইতে অমর; বিধি সাধিল তাহায়
বাদ, নাহি দিয়া মনোমত বর তায়;
বিরস বিরিঞ্চি বাক্যে রাক্ষস দুর্জ্জন,
ছলিয়া বিধিরে নানা কথার ছলনে
লভিবে অমর বর করিল বাসনা;
এতেক বিচারি অতি বিনয় করিয়া
বিধি পদে, করপুটে কহিতে লাগিল;
নাহিক বাসনা যদি দয়াময় তব
অর্পিতে অমর বর এ অধীনে, নাহি
বাসনা মনেত পুনঃ পুনঃ অবহেলা
করিতে আদেশ তব : কিন্তু অভাগ্যের
ভাগ্য দোষে আজি হ'তে দয়াময় বিধি
নাম হ'ল কলঙ্কিত, প্রজাপতি নাম
কে আর লইবে বিশ্বে, জানিয়া অক্ষম
বরদানে ভক্তজন মনোমত তোমা।
কিন্তু কিবা কাজ নিন্দি তোমা অকারণে;

বর প্রভু দাসে যেন চির দিন থাকে
পদাম্বুজে তব, মতি মম দয়াময়'।
কাতর সতত দেব কুল ভক্ত দুঃখে
নারিল সহিতে বিধি মহীর বেদনা,
কহিলা রাবণ সুতে সকরুণ বাণী :—
"অমর বাসনা ত্যজি লহ অন্যবর
মম স্থানে, অভিমত যেবা লয় মনে"।
ছলিবারে বিধাতারে বুঝিয়া সময়,
কহিল রাক্ষস ; 'বর প্রভু দেহ দাসে
পরাজয় করি যেন নিজ বাহুবলে,
নাগ যক্ষ রক্ষ কিবা দেবতা অমর।
ক্ষণেক চিন্তিয়া, বিধি করিলা আদেশ।
জিনিবে অমর যক্ষ রক্ষ মম বরে,
সবংশে বিনাশ নর বানরের হাতে'।
হাসিল দুর্জ্জয় রক্ষ উপহাস জ্ঞানে,
ভাবি ভক্ষ জীবে কবে নাশয়ে ভক্ষকে,
সিংহের নিধন কবে সাধয়ে ছাগলে।
মহানন্দে মহী আসি উতরিল পুরে,
ভাবিয়া অমর আজি হ'তে আপনারে।
করিল অধর্ম্ম বহু রক্ষ কদাচারী,
পাপের ভাণ্ডার তার পূর্ণ এত দিনে ;
নিশাকালে আনিয়াছে শিশু দুটী নর,

এসেছে বানর আর প্রভাত সময়,
অলঙ্ঘ্য বিধির বাক্য পূরে এত দিনে !”
কহিল অপর বটু “যে হবার হ’বে
কে পারে খণ্ডিতে, কিন্তু কিবা কাজ কহি
এ সব বারতা, আছে চারিদিকে চর
কে শুনিবে কে বলিবে, কি ঘটিবে ভালে।
শুনিয়া সকল কথা বীর হনুমান,
ধীরে ধীরে তরু হ’তে নামিল ভূতলে,
ধরি রক্ষ সেনারূপ পশিল প্রাসাদে
চতুর মারুতি ; পুর মাঝে কারাগার
দেখিল কঠিন অতি, গঠিত শিলায়
সুদৃঢ় তোরণ তাহে আয়স গঠিত
রক্ষিত যতনে অস্ত্রধারী ; রক্ষচয়ে—
অসাধ্য প্রবেশ তাহে অনুমতি বিনা।
আছয়ে চিন্তিত হনু, হেন কালে ত্যজি
কারাগার দ্বার, অন্য স্থানে গেলা চলি
প্রধান সৈনিক ; পাই অবসর, ধরি
তার বেশ প্রবেশিল হনু কারাগারে।
প্রবেশি গৃহেতে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ
নিদ্রিত তখন দোঁহে, পুলকে পূরিত
বীর চূড়ামণি ত্বরা জাগাইল দোঁহে।
ঘুচিলে নিদ্রার ঘোর দেখি হনুমানে

সুধিলা শ্রীরাম :—“ কহ হনু জাগাইলে
কেন মোরে কিবা তব প্রয়োজন এবে ;—
এ বা কোন্ স্থান, হেথা জানি না কেমনে
দোঁহে আসিলাম নিজ শিবির ছাড়িয়া,
জাগ্রত স্বপন কিবা দেখিতেছি মোরা,
নিদ্রার ঘোরেতে মুগ্ধ প্রভাত সময়।”
কহিল অঞ্জনাসুত :—“নিশার স্বপন
নহে, যা দেখিছ চক্ষে কমললোচন,
প্রকৃত পদার্থ সব ; দুরন্ত রাবণি
হরিয়া এনেছে তোমা দোঁহে, নিজ পুরে
পাতাল প্রদেশে, ইচ্ছা করিতে বিনাশ ;
দিয়ে নরবলি দোঁহে অভয়া মন্দিরে।”
বিপদে সম্পদে সমভাব রঘুমণি
কহিতে লাগিলা স্থির-চিত্তে :—“কহ কি বা
পবননন্দন, সত্য কি আমরা বন্দী
রক্ষ কারাগারে এবে পাতাল পুরেতে ?
দিবে বলি আমা দোঁহে অভয়া সমীপে ?
না হয় প্রত্যয় মম ; দেবগণ সদা
দুর্জ্জন দমনে তুষ্ট, করেন সতত
রক্ষা নিরাশ্রয়ে, কভু কি সম্ভবে, আজি
পরিহরি দেব ভাব, পিশাচী সমান
হবেন অভয়া তৃপ্ত আমার শোণিতে !

কে জানে দেবের মায়া এ মহীমণ্ডলে,
অবশ্য আছয়ে ইথে গুপ্ত অভিপ্রায়।
যাও হনুমান তুমি অভয়া নিকটে
তিনি করিবেন মম উদ্ধার উপায়।”
এত শুনি ঢাকি ছদ্মবেশে কলেবর।
চলিল মারুতি ত্বরা কালিকা-আলয়।
হেথায় উৎসবে মত্ত আছে রক্ষচয়,
আনন্দে বহিছে ভারে ভারে দ্রব্য কত
পূজার কারণ, কেহ মার্জ্জনা করিছে
দেবালয় সযতনে পবিত্র সলিলে ;
ধূপ ধূনা আদিগন্ধ দ্রব্য, পোড়াইয়া
পূরিত করিছে ধূমে দেবীর প্রাসাদ ;
নাচিছে গাইছে কেহ করতালি দিয়া,
বাজিছে বিবিধ বাদ্য মহা কলরবে,
পূরিত করিয়া দশদিক কোলাহলে।
হেন কালে উপনীত ছদ্মবেশধারী
পবন-নন্দন হনু দেবীর সম্মুখে ;
প্রণমিয়া মনে মনে দেবি পদাম্বুজে
সুধিলা মারুতি ;—“কেন আয়োজন দেখি
এই সব, আছে কিবা সাধ মনে তব,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে দিতে নরবলি ;
আনিয়াছে দুরাচার মহী দুই জনে,

বিনাশিতে তবাদেশে কিবা এই পুরে,
দানবদলনি দুর্গে তব প্রীতি হেতু ?
ধরিয়া ব্রহ্মাণ্ড মাগো উদর মাঝারে
নহ কি মা তৃপ্ত তাহে ?   আছে কি বাসনা
গ্রাসিবারে নরশ্রেষ্ঠ রাঘব দুজনে ?”
কহিলা হিমাদ্রিসুতা হাসিয়া হাসিয়া :—
“জানি ভাল নরনাথ রাঘবেরে আমি
পবিত্র হইল আজি এ পাতালপুরী
রাম আগমনে হেথা ;   নাশিতে রাক্ষস
জনম রামের এই অবনীতে, কার
সাধ্য নাশিবারে পারে রাম রঘুবরে।
দুরন্ত রাক্ষস হস্তে কাতরা সতত
বসুন্ধরা, প্রপীড়নে প্রজা মৃতপ্রায়,
চুপে চুপে প্রকাশয়ে সংগোপনে মন-
ক্ষোভ পরম্পরে, পাছে দুষ্ট রক্ষচয়
সংহারয়ে প্রাণ, কথা জানিতে পারিলে।
কেহ বা মনেরি দুঃখ রাখি মনে মনে,
হতেছে দহন সদা তুষানলে যেন ;
বিপদে পড়িয়া ঘোর আর্ত্তনাদে কেহ
ডাকিতেছে সর্ব্ব দুঃখহারী ভগবানে ;
পতিত বিপদপুঞ্জে, অসহায়া নারী,
সঁপিতেছে কলেবর জলন্ত অনলে ;

ঝাঁপ দিয়া কূপমাঝে সুগভীর, কেহ
রাখিতেছে প্রাণাধিক সতীত্ব রতনে ;
নিবারিছে লজ্জা ভয় বিষ পানে কেহ।
অক্ষম মানব দল রাক্ষস বিক্রমে,
হতেছে বিশীর্ণ দিন দিন মন দুঃখে ;
ভোজনে অতৃপ্ত সদা, শয়নে আরামে
বঞ্চিত দেশের লোক তবু যোগাইছে
মন, প্রাণ পণে রক্ষে তুষ্ট করিবারে,—
পাষাণ হৃদয়ে কোথা আছে দয়ালেশ ;
দলিতেছে পদতলে যথা সাধ্য সবে,
কাঁদিতেছে প্রজাকুল, না করি ভ্রূক্ষেপ
তাহে, ডুবাইয়া ঘোর আর্ত্তনাদ, নিজ
সিংহনাদে, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিছে
রাক্ষস রাজার দয়া প্রজার পালনে।
পরদার পরহিংসা আদি পাপে নাহি
লজ্জা ভয় তিল মাত্র ; অধিক কি কব
আর, পশু হতে হীন ভাবয়ে পামর
পুত্রাধিক প্রজাগণে। হেন অত্যাচার
সহে কিরে বাছা বহুদিন এজগতে ;
কার না বিদরে হিয়া দেখিয়া দুঃখের
ভার দুর্ব্বল জনের, কালে শেষ আছে
সবাকার তেঁই হেথা রাম আগমন।

মনে মনে, কত বার করেছি বাসনা.
ত্যজি এই পাপ রাজ্য যাই চলি, নাহি
আর পারি দেখিবারে জীবের দুর্গতি।
ডাকিত আমারে পূর্ব্বে ভক্তি সহকারে
মহী, অদ্যাবধি আছি তাই মন দুঃখে.
শ্রীরামের আগমন আশে কাল কাটি।
কহি শুন সাবধানে পবন তনয়.
যেরূপে নিধন হবে দুষ্ট নিশাচর ;
আনিবে দোঁহারে ক্ষণকাল পরে হেথা.
নাশিবার আশে দোঁহে কহিবে পামর
প্রণমিতে লোটাইয়া ধরাতলে, দেবী
অগ্রে, তুমি গিয়া কহ শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
যবে প্রণমিতে মহী কহিবে দোঁহারে,
কহেন শ্রীরাম যেন না জানি প্রনাম,
রাজার তনয় মোরা, দেখাইয়া দেহ
প্রণাম কেমনে করে ; প্রতিমা পশ্চাতে
লুকাইয়া রবে তুমি ; দেখাতে প্রণাম,
সাষ্টাঙ্গে লোটাবে যবে মহী মহারাজা,
লইয়া আমার হস্ত-খাণ্ডা খরশাণ
পাড়িবে মহীর মুণ্ড লুটাতে ধরণী
ঘুচাইতে দুঃখ ভার মানবজাতির।”
পুলকে পূরিত হনু দেবীর কথায়

প্রণমি চরণাম্বুজে চলিল ত্বরায়।
পুলকে পূরিত মহী আনিয়া রাঘবে,
মনে মনে ভাবিতেছে :—"দিব দোঁহে বলি
দেবীর প্রাসাদে ত্বরা, ঘুচিবে পিতার
বৈরি ভয় চিরদিন তরে ; হারাইয়া
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দূরদেশে পলাইবে
কপি সৈন্য প্রাণ ভয়ে, ত্যজি লঙ্কাপুরী।"
এতেক বিচারি, ধরি যথোচিত বেশ,
দেবীর প্রাসাদে আসি, উতরিল বীর—
বাজিল বিবিধ বাদ্য ঘোর উচ্চরবে ;
মিলিল তাহার সঙ্গে হুলা হুলি ধ্বনি,
কাঁপিল সঘনে লোক পাতাল নিবাসী।
আরম্ভিল পুরোহিত পূজাপ্রকরণ ;
যথাস্থানে উপহার দ্রব্য রাখিয়াছে
থরে থরে নানাবিধ, দেবীর সম্মুখে ;
রাশি রাশি গন্ধপুষ্প, আমোদ করিছে
দশ দিশ ; মকরন্দ আশে ঝাঁকে ঝাঁকে
অলী গুণ গুণ রবে উড়িছে চৌদিকে।
পূরিত করিয়া তাম্র-পাত্র রাখিয়াছে
পতিত পাবনি গঙ্গে তব পূত জলে।
শাণিত ভীষণ খড়্গ বিজলির প্রায়,
পড়িয়াছে রাজ অগ্রে, যার জ্যোতিঃ গিয়া

লাগিয়াছে মনোহর সুচিত্র বিচিত্র •
মণি মুক্তা সুশোভিত ঝালরে যাহার,
হেন চন্দ্রাতপে ; যার অপূর্ব্ব শোভাতে
উজ্জ্বল প্রাসাদ এবে। সুন্দর চামর
হেলাইছে দুই ভিতে ধবল বরণ,
নির্ম্মিত চামরি পুচ্ছে শোভিত যাহার
স্বর্ণ দণ্ডে নীল পীত লোহিত প্রস্তর,
খচিত জড়িত নানা চিত্রে মনোহর।
দোলাইছে পার্শ্বে তার, বিউনি বাহক,
ঘন ঘন হস্তদ্বয়ে সুন্দর ব্যজন,
শোভিছে যাহার শিখি পুচ্ছ চাঁদ চারি-
ভিতে, বদ্ধ অপরূপ ছন্দে বন্দে কত ;
চিত্রিত তাহায় চারুচিত্র বহুবিধ ;
শোভিছে তাহায়, নীল নভো সম স্থানে,
পৃষ্ঠদ্বয়ে শশিকলা মুকুতা নির্ম্মিত,
কক্ষদেশে সুশোভিত উজ্জ্বল হীরক ;
শোভয়ে গগণে পূর্ব্ব-দিগে উষা কালে
শরত সময় যথা, যবে তিথি যোগে
রহে শুক্র,ক্ষীণ শশী অঙ্কে শূন্য দেশে।
ধূপ ধূনা আদি গন্ধ দ্রব্য ধূমদানে
করিতেছে দেবালয় পূরিত সৌরভে,
বাজিছে বিবিধ বাদ্য, করতালি দিয়া

নাচিছে আনন্দে কেহ, গাইছে গায়ক ;
মধ্যে মধ্যে দ্বীজস্বর পশিছে শ্রবণে।
আনিবারে রাম সহ অনুজ লক্ষ্মণে
আজ্ঞা দিলা মহী, শুনি ধাইল প্রহরী,
ছদ্মবেশী হনু ধীরে ধীরে গোড়াইল,
আসিবার বেলা রামে, কহিল গোপনে
মহামায়া সহ কথা ; চতুর মারুতি,
রহিল গোপনে পুনঃ দেবীর পশ্চাতে।
কহিল রাবণি রামে যথাকালে ধীরে :—
"লোটাইয়া ধরাতলে করহ প্রণাম
দেবীর সম্মুখে, শুভ ঘটে সদা দেব
দেবীরে বন্দিলে ভক্তি ভাবে ভূমে লুটি।"
কহিলা শ্রীরাম ;—"নাহি জানি কোন কালে
প্রণাম কেমন, মোরা রাজার তনয় ;
দেখাইয়া দেহ যদি হে রাজন, তবে
প্রণাম করিতে পারি দেবি পদাম্বুজে।"
সহর্ষ হৃদয়ে মহী দেখাতে প্রণাম,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে, শুইলা ভূতলে,
হেটমুখে অবিলম্বে ; অমনি বাহিয়ি
প্রতিমা পশ্চাৎ হ'তে বীর হনুমান
খাণ্ডা খরশাণ লয়ে, ধরি নিজরূপ,
একই চোটেতে দ্বিধা করিল মহীরে।

গড়া গড়ি যায় অঙ্গ, নির্ঘাতপ্রহারে
তিতিয়া শোণিতে, দেখি পলাইল যত
অনুচর প্রাণভয়ে ;—ধিক্‌ রে জীবনে
নির্লজ্জ জনের হেন, কোন্ মুখে সবে
গেল পলাইয়া দেখি অনেক বানরে,
আছিল কি ফল, রাখি এ ছার জীবন,
দেখি অস্তগত ঘোর তিমির সাগরে
স্বদেশগৌরব রবি চিরদিনতরে।
কিন্তু হায় দোষ কার বিনা প্রাক্তনের ;
অশুভ ঘটনা যবে থাকয়ে সম্ভব,
কুহকে পড়িয়া ভুলি যায় মহাজন ;
নহিলে সম্ভবে কোথা হেন কথা কভু ;
যে রক্ষ বীরের গর্ব্বে কম্পিতা বসুধা,
চিন্তিত অমরগণ সহ শচীপতি
সুর পুরে, নাগকুল পাতাল পুরেতে ;
আজি কি না সেই রক্ষ চয়, পাসরিয়া
বল বীর্য্য আপনার, বনের বানরে
দেখি, যায় পলাইয়া লইতে আশ্রয়
অসহায়া রমণীর, মহী অন্তঃপুরে !
পৃষ্ঠ দেখাইয়া সবে বীর হনুমানে,
বীরকুল ক্লীব যত, গিয়া নিবেদিল
রাণীর সমীপে সব :—পতির নিধনে

আরক্ত লোচন রাণী, পরুষ বচনে
নিন্দিয়া কহিলা ঃ—"ধিক্ জীবনে পামর
তোমা সবাকার, কোন্ লাজে প্রাণ লয়ে
আলি পলাইয়া দেখি হত রক্ষনাথে ;
যুঝিলে রে তোরা স্থির কেবা ত্রিভুবনে ;
তবে কেন ডরি ও রে সামান্য বানরে.
বিনা রণে, কাপুরুষ মত দিলি তোরা
কালি শ্রেষ্ঠ বীর কুলে ; পুরুষ বলিয়া
নাহি দিস্ পরিচয় আর এ জগতে !
রমণী ভীরুতা ধরি হৃদে, থাক্ তোরা,
ত্যজি পুরুষের বেশ, অন্তঃপুর মাঝে !
রমণী সকলে যাই অস্ত্র ধরি মোরা,
দেখ্‌রে কেমনে যুঝে বীর নারী রণে,
নাশিতে স্বদেশ বৈরী, মনক্ষোভে আজি !
সাজলো অঙ্গনা সবে আজি রণ সাজে ;
নেত্রের অঞ্চল ত্যজি ভীরু পুরুষের
মাথে, বীরবেশ এবে ধরলো সকলে ;
রতন-কাঞ্চুলি দেহ ফেলাইয়া দূরে,
কোমল হৃদয় সহ ; বাঁধ ওলো হিয়া
কঠিন পাষাণে যেন না পশে তাহাতে
কাতরতা লেশ মাত্র ; পরলো বাহিরে
অভেদ্য কবচ ; ধরি খরশাণ অসি

সুদৃঢ় চর্ম্মের সহ হস্তদ্বয়ে ; বাঁধ
পৃষ্ঠদেশে ঘুচাইয়া বেণী, শরাসন
কমঠ কঠোর সম, নিষঙ্গ তাহার
পার্শ্বে শরময় বামঅঙ্গে দিক শোভা ;
শিরে পর শিরস্ত্রাণ, কটিতে কবরী,
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহে রাখ সজতনে
আসান্ন কালেও যেন, নিকটে পাইলে,
পার বিদ্ধ করিবারে রিপুর হৃদয়।
ভৈরব আরবে চল লো ভৈরবী সেনা ;
পশিয়া সমর মাঝে অতুল প্রতাপে,
নাশ স্বদেশের বৈরী, বাঁচিয়া কি ফল
পর পদানত থাকি, হারাইয়া সেই
সব যার সাধে জীব রহে ধরাতলে"।
এতেক কহিয়া দ্রুত-পদে প্রবেশিল
গৃহমাঝে রাজ রাণী ; ত্যজি নারী বেশ,
বীর বেশে বাহিরিল লয়ে সহচরী,
ক্ষোভে রোষে ত্বরা করি ধাইল সকলে,
দেবীর আলয় যথা, অস্ত্র নিজ লয়ে।
মহীর মরণে রক্ষ করিলে প্রস্থান ;
কহিতে লাগিল বীর হনুমান রামে ঃ—
"হত রিপু দয়াময় তব, কিবা কাজ
এই স্থানে আর, তব লাগি চিন্তাকুল

আছয়ে সকলে লঙ্কা পুরে চল ত্বরা”।
কৃতাঞ্জলি দেবী প্রতি কহিলা শ্রীরাম :—
“তারিলে জননি ঘোর এ বিপদ হ'তে,
আমা দোঁহে আজি, দেহ অনুমতি মাত
যাই লঙ্কাপুরে এবে, থাকয়ে সতত
এ অধীনে যেন তব দয়া সমভাবে,
কর আশীর্ব্বাদ যেন জয়ী হই রণে।”
লয়ে দেবী পদ-রজ মাথে, তিন জন
বাহিরিল মহীপুর হ'তে সচঞ্চল।

দেবীর প্রাসাদে আসি মহীরাজ রাণী,
সবিস্ময় নাহি দেখি রিপু কেহ তথা,
হেরিল দেবীরে, দ্বার প্রতি পৃষ্ঠ দিয়া,
আছেন বসিয়া রত্নসিংহাসনোপরি ;
জ্বলিয়া উঠিল ক্রোধে রাণী, জ্বলে যথা
প্রজ্বলিত হুতাশন ঘৃত দিলে ঢালি।
প্রতিমা সম্ভাষি রমা কহিতে লাগিলা :—
“এত কাল করি সেবা ভক্তি সহকারে,
আসিল যে জন তব, যথোচিত ফল
দিলে গো পাষাণী তারে এত দিন পরে ;
না বুঝিয়া মহারাজ পূজিল তোমারে,
যার সহ শত্রু ভাব সদা কি উচিত
রাখিতে নিজ ভবনে তারে, খল রহে

সময় চাহিয়া সদা, পাইলে সুযোগ
সাধয়ে আপন কার্য্য, জলাঞ্জলি দিয়া
মানে, লাজে ; এই চির প্রসিদ্ধ আচার
দেখা গেল ভাল মতে পাষাণী তোমাতে।"
দেবীর পশ্চাতে এবে হেরি প্রাণনাথে,
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ, রুধিরে লেপিত,
ক্ষণ কাল স্তম্ভিতের প্রায় রহি স্থির,
বাতাহত উন্মূলিত কদলী সদৃশ,
ভূতলে পড়িল রাণী, হারায়ে চেতনা।
হাহাকার রবে চারিদিক হ'তে যত
সহচরী করি ত্বরা আইল তথায় ;
দেখিয়া রাণীর প্রাণ শূন্য কলেবর,
হাহাকার রবে সবে পড়িল চৌদিকে :
ভেদিল গগণ উচ্চ ঘোর আর্ত্ত নাদে।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

মন্দ মন্দ সমীরণ সৌরভে পূরিত,
বহিতেছে চারিভিতে, সুখ পরিমল
শোভিছে গগণে তারা মলিন বয়ান,
নিশির-শিশির সিক্ত বৃক্ষলতা যত,
রোদন উম্মুখ যেন ভাবি ক্ষণ কালে
হারা হবে কলা :—নির্ধি! দেব দিননাথ
প্রবল প্রচণ্ড তাপে পোড়াইবে সবে,
ক্ষণ কাল পরে আসি ; নীরব জগত।
হেন কালে আসি উষা হাসি দেখা দিল
গগণ উপরে পূর্ব্বভাগে ; আহ্বানিল
নিকুঞ্জ বিহারী পক্ষী, সর্ব্বাগ্রে তাহারে
সুমধুর কণ্ঠস্বরে ; জাগিল জগত
একে একে ব্যোমচর গানে ; দীপালোক
সম তারা শশধর মলিন গগণে
ধীরে ধীরে একে একে অদৃশ্য হইল
সব নভঃস্থল মাঝে ; তস্কর যেমতি
পাইলে গৃহস্থ সাড়া ; তা সবার সহ
লুকাইল নিশাচর জীব যত নিজ

নিজ নিকেতনে, অতি সঙ্গোপন স্থানে।
দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক আবরিল
লোহিত বরণে ; মনে হয় যেন, এবে
উৎসবে উন্মত্ত যত দেবগণ, সুখে
ছড়াইছে স্বর্গপুরে আবির সিন্দুর।
অথবা স্বাগত দেখি দেব দিননাথে,
আনন্দে দিনেশ প্রিয়, লোহিত অম্বরে,
ঢাকিয়াছে আসিবার পথ চারিদিকে।
আলোক পাইয়া মুক্তকণ্ঠে পক্ষিচয়
গাইল প্রভাতি গীত, পূরিল চৌদিক
পিকবর কুহুরবে ; বসি প্রমদার
পাসে কত কত পক্ষী মনের আনন্দে
গাইতেছে গীত নানা স্বরে ; মনে হয়
যেন ধরি পক্ষিরূপ বিরাজিছে শান্তি,
নিকুঞ্জ শোভিনী বৃক্ষে, প্রভাত সময়।
অস্তগত দেখি দেব সুধাংশু নিধিরে
বিষাদিতা কুমুদিনী মুদিল নয়ন ;
আনন্দ হৃদয় দিননাথ আগমনে,
বিকসিতা কমলিনী লাগিল হাসিতে,
না জানি কি দশা তার ঘটিবে সন্ধ্যার
আগমনে, অস্তাচল চূড়ে যবে, দেব
দিবাকর লুকাইবে সে দিনের মত :

আছে জগতের রীতি এই চিরকাল,
চিরদিন নাহি যায় কাহার সমান।
নিমগ্ন বানর সৈন্য দুঃখের সাগরে ;
কাটাইছে বিভাবরী চাহিয়া হনুর
আগমন, কহিতেছে কেহ তিতি আঁখি
নীরে :—"আর কিরে পাব সবে পুনঃ রাম
গুণনিধি এ জনমে! হায় রে, হারায়ে
সে ধনে, কেমনে রাখি প্রাণ এ দেহেতে ;
অপার জলধি তরি যাঁর মহিমায়,
যাঁর ভুজবলে বলী মোরা লঙ্কাপুরে,
বিনাশিনু রক্ষচয় অতুল জগতে
পরাক্রমে, যাঁর, ভুজবলে বীর হীন
প্রায় এ কনকপুরী ; হেরিলে যাঁহার
চন্দ্রানন ছাড়ি যায় হৃদয়বেদনা ;
হায়! আর কিরে হেরি সে বদন চারু
যুড়াবে তাপিত প্রাণ যত কপিসেনা ;
শোকের প্রবল ঝড়ে, হতপ্রায় মন
তরু, হ'বে কি জীবিত পুনঃ পান করি
রামের বচন সুধা, প্রাণসঞ্চারিণী ;
বিনা সে রাঘব পাব কি তিষ্ঠিতে মোরা
লঙ্কাপুরে এক দিন, রক্ষগণ মাঝে ;
পলাইব কোন্ লাজে মোরা, হারাইয়ে

রঘুমণি শিরোমণি আমা সবাকার ;
বিদ্রূপ অঙ্গুলি লক্ষ্য হব নিত্যকাল,
গঞ্জনা অসহ্য হবে সহিবারে, যত
দিন রব ধরাতলে ; কিবা সুখ রাখি
এ পরাণ ; যদি পারি জিনিবারে বৈরি,
ঘুচিবে কতক দুঃখভার ; নহে যুঝি
প্রাণপণে, রণ ক্ষেত্রে ত্যজিব জীবন ;
শৃগাল কুক্কুর হোক তৃপ্ত এ দেহেতে।”
এইরূপে বিলাপিছে কপিগণ আজি
লঙ্কাপুরে, হেন কালে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
সহ হনুমান্, আসি দেখা দিলা তিন
জন সুড়ঙ্গের দ্বারে। পুলকে পূরিত
সবে গদ গদ স্বরে সুধিলা কুশল
সমাচার :— ত পাপিষ্ঠ রাবণি
আলিঙ্গন সম্ভাষণে মাতিল সবলে।—
ইতর বানর সবে দেখিয়া শ্রীরামে,
কাঁপাইল লঙ্কাপুরী জয়রাম রবে।

বিদারি মহীরে, বীর লঙ্কা অধিপতি,
মুহুঃ মুহুঃ পাঠাইছে দূত, জানিবারে
সমাচার, যখন যা ঘটে নিশিযোগে।
মহানন্দ দশগ্রীব শুনি দূত মুখে,
হরিয়া'লয়েছে মহী শ্রীরাম লক্ষ্মণে,

পাতাল প্রদেশে আজি আপন আলয়ে ;
বিষণ্ণ বানর সৈন্য শ্রীরাম বিহনে,
কান্দিতেছে সারারাতি সকাতরে সবে।
বুঝিয়া নিধন স্থির দারুণ বৈরীর
এই বার, রক্ষপতি প্রফুল্ল হৃদয়ে
কাটাইল বিভাবরী ; আনন্দ লহরী
কত উঠিতেছে হৃদে, আশার পবন
সঞ্চালনে ; কক্ষদেশে তরঙ্গ মাঝারে
ভাসিতেছে চিন্তা, কিন্তু লুক্কায়িত প্রায়
আনন্দ প্রবাহে ; হৃদি সরোবরে ক্ষণ
মাত্র প্রকাশিছে ঘোর করাল বরণ।
ভাবিছে রাবণ :—"এতদিনে মরিল কি
লঙ্কার দারুণ বৈরী, ভাগ্যচক্র মম
সৌভাগ্য বাতাসে বুঝি ফিরিল বা আজি
হ'তে, আর কারে ভয় :—প্রভাত হইলে
কপিগণ পলাইবে সাগরের পারে,
মৃগের সদৃশ নহে খেদাইব দূরে
শাখামৃগে, লঙ্কা হ'তে অনতিবিলম্বে ;
বিনা সে রাঘব বলী নারিবে তিষ্ঠিতে
কপি সৈন্য একদিন মম সহ রণে।
মায়াতে মায়াবী হায় রাঘব, কে জানে,
মরিয়া পাইল প্রাণ বারম্বার যেই,

নাহিক বিশ্বাস তাহে হয় মম মনে!
পারে আসিবারে পুনঃ এই লঙ্কাপুরে
পাতাল হইতে;—আর জীবিত নাহিক
আসিবে এপুরে পুনঃ রঘুবীর, এত
ক্ষণ নাশিয়াছে মহী দোঁহে নিজালয়ে,
নাহিক সন্দেহ ইথে; আর কারে ভয়।"

"পড়িত মনেতে যদি হেন পুত্রবরে
পূর্ব্বে, কেন আজি তবে হেন বিলাপিবে
লঙ্কা, বীরগণ শোকে সকাতরা এত;
কেনই বা বরিষার ধারা সম বহি
অনিবার ধারে, বীর ধমনী শোণিত,
করিত মহীরে আর্দ্র, অকারণে এত?
কান্দিবে বা কেন রক্ষ বালা হাহাকারে
দিবা নিশি হারাইয়ে প্রাণের তনয়
কেহ; প্রাণাধিক পতি কোন হতভাগী?
কেনই বা পুত্র শ্রেষ্ঠ মেঘনাদ মম,
যার নামে শচীপতি সহ সুরপুর,
কম্পিত সঘনে সদা, পশিবে অকালে
চিতার আগুণে, সহ চন্দ্র নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী? যার চিতা ধূম কাল
মেঘ সম ঢাকিয়াছে লঙ্কার গৌরব
রবি, চির দিন তরে! আছিল বিধির

বিধি, বুঝি মম ভাগ্যে এই, নহে এত
দিন না পড়িল কেন মনে, মহাকথা।
পোহাইলে আজিকার নিশা সিদ্ধ জানি
মনোরথ; দূরে যাবে রিপু চিন্তা হৃদি
হ'তে; কিন্তু ঘুচিবে কি হৃদয় বেদনা
হায় এ জনমে আর; জীব যত কাল,
দংশিবে বৃশ্চিক সম, দিবা নিশি হৃদে
আত্মীয় বিয়োগ দুঃখ; বজ্রাঘাত সম
পশিবে মরমে মরি বিয়োগ বিধুরা
রমণীর আর্ত্তনাদ; ফিরাইব যেই
দিকে চক্ষু মম, পূর্ব্ব প্রিয় দ্রব্য হেরি
মরিব জ্বলিয়া, স্মরি পুর্ব্বের গৌরব।
সুখ হায়! ফুরাইয়া গেছে রাবণের
ভাগ্য হ'তে চিরদিন তরে; আর নাহি
বিকশিত হবে হৃদিপদ্ম সে অনিলে!
মানস সরসে, আর নাহি উৎসবেরি
সুপবনে দোলাইবে হৃদিপদ্ম সুখ
সঞ্চালনে; ঘুচিয়াছে সে আশা ভরসা!"

এমনি মায়াতে হায়! বশীভুত জীব
এ মহীতে, বাঁচিবার সাধ এত, জীব
গণ মনে সুপ্রবল, নাহি হেন দুঃখ
কিছু, যার বিনিময়ে দিতে চাহে প্রাণ,

ইচ্ছামত জীবগণ ; তিমির আচ্ছন্ন
হৃদয় আকাশ ঘোর, নির্ব্বাণ আশার
দীপ একেবারে হৃদে, নির্ম্মূল আত্মীয়,
একাকী কেবল মাত্র এজগতে, রোগে
শোকে নিপীড়িত, জরাজীর্ণ, নিরাশ্রয়,
বঞ্চিত সকল সুখে, বহিছে দুঃখের
ভার মাত্র এজগতে ; তথাপি সে জন
নাহি চাহে দিতে প্রাণ স্ব ইচ্ছায় কভু।
এহেন আচার যদি জীবের ধরাতে,
তবে না হইবে সাধ কেন মম মনে,
রাখিতে পরাণ ; নহি বঞ্চিত সকল
সুখে আমি অদ্যাবধি ; পুত্র, মিত্র, জ্ঞাতি
শোকে উচাটন মন, সান্ত্বনা পাইবে ;
কালের অদৃশ্য চক্র ক্রমশঃ ঘসিয়া
মুছিয়া ফেলিবে যত মালিন্য মনের !
অলক্ষিতরূপে ক্রমে লিপ্ত হব সুখে।”

“প্রভাতা যামিনী প্রায়, সিদ্ধ মনোরথ
নাহিক অন্যথা আর ; আশারূপ রবি
উঠিতেছে পূর্ব্বদিকে গগণ উপরে
বিনাশিয়া যত দুঃখ তিমির আমার
চিরদিন তরে ; আজি সুপ্রভাত মম

নাহিক অন্যথা ইথে, ঘুচিল সে ভয়
যে ভয়ে, কম্পিত মোর আছিল হৃদয়।”
এইরূপে ভাসিতেছে দশানন হৃদি
আনন্দ সলিলে, আশা সুপবন ভরে;
ভাসে যথা, পুলকিত হংস আদি জীব
জলচর, সরোবরে, মন্দ মন্দ যবে
সমীরণে হিল্লোলিত, সরসী সলিল।
কিন্তু অলক্ষিতরূপে ভিতরে ভিতরে
আসিয়া কুম্ভীর, ধরি গ্রাসিলে সহসা,
জলাঞ্জলি দেয় হায় জনমের মত
সব সুখে সেই হংস ; তেমতি সহসা
পশি রাম জয়ধ্বনি রাবণ শ্রবণে
ডুবাইল আশা যত জনমের তরে।
চমকি শুনিয়া ঘোর সিংহনাদ, রিপু
দল মাঝে দশগ্রীব, চকিতের ন্যায়
রহিল নিস্তব্ধ ক্ষণ কাল তরে, পুনঃ
শ্রবণ বিবরে পশি, বাজিল হৃদয়ে
বজ্র সম :—“জয় সীতাপতি জয়” ধ্বনি
বিপক্ষ শিবিরে, ঘোর ম্রিয়মাণ যারা
ছিল নিশিযোগে ; ত্বরা জানিতে বারতা
পাঠাইল দূত, কিন্তু জানিয়া সকলি
মনে মনে দশানন বিষম সংবাদ

কহিতে লাগিল :—"মম ভাগ্য দোষে বিধি
বাম মম প্রতি, প্রতিবাদী দেব দেবী,
নিজ ধর্ম্ম রাম লাগি ছাড়িয়াছে হায়,
দুরন্ত কৃতান্ত এবে ; আর কি মঙ্গল
মম আছে এ জগতে। হায় মায়াবিনি
আশা এখন কি চাহ ভুলাইতে মোরে,
ঢাকিয়া নয়ন বৃথা প্রলোভনে ; এই
না ক্ষণেক পূর্ব্বে, ভাবি স্থির সুখ, আমি
অস্থির সাগর মাঝে, উন্মত্ত ছিলাম,
নির্ম্মাণ করিতে সুখ অট্টালিকা, চির
বিচলিত পয়নিধি বক্ষে ! এই নয়
মসৃণ চিক্কণ সূত্রে, কল্পনা নির্ম্মিত,
আবরণ করি তাহে কলেবর নিজ,
সুখের স্বপনে আমি আছিনু বিভোল !
নিদ্রা ভঙ্গে হায় কোথা সে সুখ ভাবনা ;
নিশার স্বপন সম সব গেছে চলি !
না হতে অঙ্কুর আশা-তরু শুকাইল।"
আসি ক্ষণকাল পরে দাঁড়াইল দূত,
ল'য়ে সমাচার করযোড়ে অতি দীন
বেশে, ধূলি ধূসরিত কায়, জল ভরা
আঁখি, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, পাগলের মত,
দেখিয়া তাহায় লঙ্কা-অধিপতি খেদে

কহিতে লাগিল :—"তোর বেশ দেখিয়া রে
দূত, কোন হিয়া পারে নারে জানিবারে,
কিবা বার্ত্তা বহিস রে তুই এবে, ধরি
অনন্ত সহস্র মুখ, চাহিলে কহিতে
তব সমাচার এইক্ষণে নারিত রে
বুঝাতে আমার হেন, কহিল যেমন
তব বাক্‌রোধে ; প্রতি লোমকূপ তব,
ধরি বাকশক্তি, একে একে কহিছেরে
মরম ভেদিয়া মোর নিদারুণ কথা,
মরেছে মহীরাবণ শ্রীরাম লাগিয়া !
স্নেহময় পিতা নাম নাহি সাজে মোরে,
নহিলে দিলাম কেন, ডাকি আনি আমি,
এ হেন তনয়ে ডালি, কভু না পাইত
দেখিতে রাক্ষস অরি ছদ্মরামরূপী।
আর নাহি প্রয়োজন রোদন করিয়া,
অবিরল ধারে বারি ধারা বহিয়াছে
আমার নয়নে বহু দিবস অবধি ;
সুখায়েছে প্রেমাগার বহুতর ব্যয়ে !
নাহিক রে আর আত্মজন কেহ দিতে
দুরন্ত কৃতান্ত ডালি তোরে ! সাঙ্গ তব
লীলা মম সঙ্গে এ জগতে ; আর নাহি
অভিনয় প্রয়োজন বৃথা ; নিক্ষেপিয়া

যবনিকা যারে তুই লইয়া সাবাসি,
ভাল খেলা দেখালিরে তুই রঙ্গ মাঝে,
রহিবে অক্ষয় তব নাম এই হেতু।
শোকের প্রবল ঝড় বাজি অবিরত
বহুদিন হতে মম হৃদি অভ্যন্তরে
করেছে পাষাণ তাহে, নাহিক তিলেক
কোমলতা এবে. রুদ্ধ হইয়াছে মম
শ্রবণ বিবর, আর নাহি প্রবেশয়ে
করুণ নিনাদ তাহে ; বহি বারি রাশি
অনিবার করিয়াছে শুষ্ক নেত্র, আর
নাহি ঝরে বিন্দুমাত্র নীর এবে, দেখি
হৃদি বিদারক দৃশ্য লঙ্কার মাঝারে।”

“কিসের কারণে ভয় আর, জলাঞ্জলি
দিয়া স্নেহ মমতায়, বাঁধরে হৃদয়
কঠিন পাষাণে ; নাহি আর কেহ রণে
পাঠাইতে, আর নাহি সোৎসুক মনেতে
রহিতে হইবে চাহি সমর বারতা ;
নাহি ভগ্ন দূতে হেরি স্পন্দিত হইবে
ধমনি আমার আর, শুনিবারে কিবা
বার্ত্তা বহিতেছে এবে বার্ত্তাবহ জন।
যাইব আপনি রণে এই বার দেহ
সমাচার লঙ্কামাঝে, ধমনি প্রবাহে

বীরের শোণিত বহে যার, স্বদেশের
হিত সাধিবারে চাহে মনে প্রাণে যেই,
প্রাণাধিক যেবা ভাবে স্বদেশ গৌরব,
অকাতরে দিতে চাহে প্রাণ রক্ষিবারে
স্বদেশের স্বাধীনতা অমূল্য রতন
হেন, যেই জন, বাঁধি কটি দেশে অসি
খরশাণ, পৃষ্ঠে চর্ম্ম সুদৃঢ়, দোদুল্য
বামেতে নিষঙ্গ তার, পূর্ণ তীক্ষ্ম শরে,
করে ভল্ল দীর্ঘতর, দেখিলে যাহারে
কাঁপিবে রিপুর প্রাণ : হেন বেশ ধরি
আসুক আমার সহ লঙ্কার নিবাসী,
পাহাইলে বিভাবরী বিপক্ষ শিবিরে।
[illegible]হ সমাচার প্রেরি শ্রীরাম সদন :—
[illegible]ব বাহুবলে বীর শূন্য লঙ্কা পুরী,
[illegible]ছি রথী মাত্র একা এ অররুপুরে
[illegible]মি, যুঝিবারে তব সহ রণে ; নাহি
[illegible]ন বৃথা বাক্য ব্যয়ে, প্রবেশিব
[illegible] সময় কল্য রণে, দেখিব কি
[illegible]র ললাটে ঘটে সে সমর পীঠে।”
[illegible]খা কপি সৈন্য পাই শ্রীরাম লক্ষ্মণে
পুলকে পূ[illegible]ত সবে মাতিল উল্লাসে,
[illegible]শোধ যেন নিশার বিষাদে,

আসিল সদলে সবে দেখিবারে এবে,
সবার নয়ন তারা রামগুণ নিধি,
পরম আনন্দ সবে দোঁহারে নিরখি ;
হয় পুলকিত যথা জননীর মন,
পায় যদি পুনঃ সেই বিয়োগ বিধুরা,
আপন অঙ্কেতে নিজ হারান তনয়।
ক্ষণে ক্ষণে রাম জয় রবে কাঁপাইছে
বসুমতী : নাচিতেছে মনের হরিষে
কত জন, কাঁপাইয়া বীর পদভরে
লঙ্কাপুরী, ভূকম্পনে বসুন্ধরা যথা।
বিদায়ি বানর সৈন্য শ্রীরাম যতনে
আহ্বানিলা সভা, লয়ে প্রধান সৈনিকে ;
বসিয়া সকলে এক বাক্যে প্রকাশিল
আনন্দ অপার শুনি দোঁহার উদ্ধার,
বিষম সঙ্কট হতে মহী পুর মাঝে ;
বাখানিল পুনঃ পুনঃ সবে হনুমানে
যাহার লাগিয়া পান ত্রাণ রঘুবর।
তুষিয়া সবারে রাম, মধুর বচনে,
জিজ্ঞাসিলা লঙ্কাপুরে কিবা সমাচার,
না জানি বিশেষ কথা নিরুত্তর সবে।
কহিতে লাগিল করপুটে বিভীষণ ;—
"শঙ্কা ছিনু সকলে মৃতপ্রায়, মিত্র তব

অদর্শনে, নাহি ছিল অন্য চিন্তা কোন
হৃদে, বিনা দুঃখভার তোমাদোঁহা লাগি ;
নাহি জানি এই হেতু লঙ্কার বারতা।”
কহিলা শ্রীরামচন্দ্র :—“উচিত কি তব
হেন আচরণ মিত্রবর, শোক তাপ
প্রবল সকল মনে, প্রকৃত বীরের
কর্ম্ম এই, বাতাহত কদলী সমান
নিপতিত আত্মজন হেরিয়া নয়নে,
নিতান্ত নারিলে জয় করিতে স্বভাবে,
চক্ষের পালটে মুছি নেত্র নীর নেত্রে,
আত্মীয় শোণিত মাখি নিজ অসিধারে
সাজিতে ভীষণ ; রিপু বিনাশন হেতু ;
নহে বীরাচার ইহা হয়ে অভিভূত
রমণী সদৃশ, দিয়া জলাঞ্জলি বীর
ধর্ম্মে, অচেতন প্রায় সমর্পিতে রিপু
অসি তলে গ্রীবাদেশ নিজ অকারণে।
আছিল উচিত তব রাখি দুঃখ ভার
মনে মনে, করিবারে সকলের তত্ত্ব ;
ভাব দেখি যদি জানি তোমা সবাকার
দশা, চোর বেশে আসি নিশি যোগে, দিত
হানা তবাগ্রজ, সহ নিশাচর যত,
রহিত জীবিত কত জন সেনা মাঝে,

মরিতাম তোমা সবাকার অদর্শনে ;
বিফল হইত মম যত আয়োজন,
কটক সঞ্চয় নানা দূরদেশ হ'তে ;
বৃথা বাঁধা শিলা বৃক্ষে অলঙ্ঘ্য সাগর ;
খর স্রোতে প্রবাহিত রক্ষ অনীকিনী,
কপির শোণিত আর ; হতাশ হইয়া
মরিত অভাগী সীতা রক্ষ কারাগারে,
অশোক কানন মাঝে, ঘুষিত অযশ
আমা সবাকার চিরদিন এ জগতে।
কিন্তু নাহি কাজ মিত্র বৃথা বাক্যব্যয়ে,
বিচারিয়া মনে ভাব দেখি আর কত
বীর আছে লঙ্কাপুরে বিনা তবাগ্রজ।"
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলী বিভীষণ কর
যোড়ে, রাঘবের পানে চাহি পুলকিত,
কহিতে লাগিল :—"নাহি আমার গোচর
বীর আর লঙ্কাপুরে বিনা মমাগ্রজ ;
কি কহিব মিত্র, তব বাহুবলে আজি
বীর শূন্য এ কনক লঙ্কা ; রক্ষপতি
রথী মাত্র একা এবে, নাশিলে তাহারে
ঘুচিবে জঞ্জাল সব, সুখে নিদ্রা যাবে
দেবগণ বৈজয়ন্ত ধামে ; কারাগার
খুলিবে সীতার, মম জ্ঞানে, অল্পদিনে।"

এমতে আছয়ে সবে শ্রীরাম শিবিরে
হেন কালে রাবণের দূত উতরিল
আসি দ্বারে ; আশু আশুগতি পুত্র হনু
নিবেদিল কর যোড়ে সভাতলে চাহি
শ্রীরামের প্রতি :—"রক্ষ দূত আসি দ্বারে
উপস্থিত রঘুমণি কি আজ্ঞা তাহারে।"
দূতের বারতা শুনি আনিতে তাহারে
শিবির ভিতরে আজ্ঞা দিলা দাশরথি।
সম্ভাষণ শিষ্টাচার রাজ ব্যবহার
মত করি অগ্রে, রক্ষদূত কর যোড়ে
রহিল শ্রীরাম অগ্রে ; কহিলা রাঘব :—
"কি কারণে গতি হেথা তব রক্ষ দূত ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ তব সমাচার।"
নিবেদিল বার্ত্তাবহ :—"লঙ্কা অধিপতি
রথী মাত্র লঙ্কাপুরে, প্রপীড়িত শোকে
চাহে রণ অবিলম্বে, সমর তরঙ্গে
যুড়াতে তাপিত প্রাণ ; নিবেদিতে তব
কাছে এ বারতা হেথা আগমন মম।"
কহিলা গম্ভীর স্বরে বীর দাশরথি :—
"কহ গিয়া মম বার্ত্তা রক্ষরাজে, ত্বরা
আসিতে সমরে, নহি বিরত কখন
ক্ষত্রিয় কুমার আমি, সমর লীলায়।"

বিদায়ি শিবির হ'তে রঘুমণি দূতে
কহিলা সম্ভাষি নিজ সেনাপতি সবে :—
"রচিয়া বিচিত্র ব্যূহ রাখ সেনা আজি,
যেন রক্ষ দল নাহি পারে প্রবেশিতে
ব্যূহ মাঝে কোন রূপে। থাকু মধ্য দেশে
মিত্ররাজ সেনা সহ মন্ত্রি জাম্বুবান ;
থাকুক দক্ষিণে তার নীল সেনাপতি,
গয় গন্ধমাদনাদি, সহ নিজ সেনা ;
সবার দক্ষিণ ভিতে রহুক অঙ্গদ
সহ নিজ অনুচর। রাজার বামেতে
সুষেণ গবাক্ষ সহ থাক সেনাপতি
নল ; যথা স্থানে রহ সবার বামেতে
স্বদল সহিত বীর পবন তনয়।
সম্বল সেনার মম বৃক্ষ আর শিলা,
রাখ সযতনে রণ ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে ;
প্রাচীর সমান রাখ সাজাইয়া শিলা,
রক্ষা হেতু বিপক্ষের প্রহরণ হ'তে ;
সম্মুখের রণস্থলে দেহ বিছাইয়া
বৃক্ষ শিলা রোধিবারে তুরঙ্গমগতি।
হেন মতে চক্র ব্যূহ করি রহ সবে
নির্ভয় হৃদয়ে, স্থির ভাবে না হইও
ব্যগ্র কোন মতে, যবে বিপক্ষ আসিবে।

ক্রমশঃ আসিবে যবে রক্ষ অনীকিনী
অগ্রসরি সন্নিকটে, অসীম সাহসে
সহসা শার্দ্দূল সম, আক্রমিয়া রিপু
চয়, ছিন্ন ভিন্ন কর সবে, যেন প্রাণ
ভয়ে যায় পলাইয়া চারিদিকে ; সেই
অবসরে নিরমূল কর অরি দল।”
পাইয়া রাঘব আজ্ঞা ধাইল চৌদিকে
কপি সৈন্য পালিবারে শ্রীরাম আদেশ
কাঁপাইয়া লঙ্কাপুরী ঘোর সিংহনাদে।

হেথায় পূর্ণিত ক্ষোভে রোষে লঙ্কাপতি,
কহিলা গম্ভীরে নিজ সেনাপতি চয়ে :—
“দেখিয়াছ সবে যত লঙ্কার গৌরব,
এখন দেখিছ কিবা দশা ঘটিয়াছে ;
সদানন্দপুর আজি পূর্ণ হাহাকারে !
শূণ্যময় অট্টালিকা অমর বাঞ্ছিত ;
চিতানল অবিরল জ্বলিছে চৌদিকে ;
বিপক্ষ অনলে কত পুড়িতেছে গৃহ,
হয়েছে শশ্মান এই বীর পূর্ণ পুর ;
অস্তগত-প্রায় বুঝি, হায় রক্ষকুল
রবি ; ঘোর ঘন ঘটারূপে আসিতেছে
অগ্রসরি প্রকাশিয়া করাল বদন
তামসি রজনী বুঝি লঙ্কা আবরিতে।

চাহে কি রে কোন বীর-হিয়া তিষ্ঠিবারে
নিশ্চেস্ট হইয়া এই অভাগ্য দেশেতে—
সাজ হে রাক্ষস বৃন্দ লঙ্কাপুরবাসী,
সমর তরঙ্গে মাতি ; পূর্ব্বের গৌরব
স্মরি, প্যর উদ্ধারিতে যদি এ রৌরব
হ'তে নিজ দেশ, চল সবে রণ ক্ষেত্রে,
দেখিব কি ঘটে আজি লঙ্কার ললাটে।"
রাজার আদেশ মাত্র বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে, তার সহ উচ্চ শৃঙ্গরব
আহ্বানিল সেনাচয়ে চারিদিক হতে।
অনতি বিলম্বে দ্রুত ধাইল চৌদিকে
পদাতিক সৈন্যচয়, সাজি রণ-সাজে।
হ্রেষারবে বাহিরিল অশ্বচয়, গতি
বক্র, বাঁকাইয়া গ্রীবা রণোল্লাসে মত্ত,
বাদ্য তালে তালে পদ নিক্ষেপিয়া সবে
চলিল হরিষে ; ধরি ভীষণ মুদ্গার
শুণ্ডে বাহিরিল হস্তীচয়, যেন ঘোর
ঘন ঘটা দেখা দিল সুদূর আকাশে।
হেন মতে নিজ নিজ স্থান হ'তে আসি,
একত্রে মিলিল যত সৈন্য, রাজালয়
সম্মুখ প্রান্তরে ; করি সারথী সত্বর
সুসজ্জ পুষ্পক রথ আনিল তথায় ;

তুলি তাহে নানা অস্ত্র, শেল শূল জাঠা
পরশু তোমর, সহ ভিন্দিপাল কত,
নাগ-পাশ ব্রহ্ম-পাশ আদি পাশ যত,
যার নামে রিপুকুল কাঁপয়ে সঘনে।
আবরি ভীষণ তনু সুদৃঢ় কবচে
অভ্যন্তরে, আচ্ছাদিল তদুপরে বীর,
সুন্দর বসন নানা, জড়িত খচিত
কাঞ্চন হীরক আদি নানা রত্ন তাহে :
তারাকারে ঝিকি মিকি শোভিল কটিতে
কটিবন্ধ, লম্বমান তাহে দীর্ঘকার
আবৃত পিন্ধানে অসি ; শোভিল ফলক
বামভাগে পৃষ্ঠ দেশে, নির্ম্মিত দুর্ভেদ্য
গণ্ডার চর্ম্মেতে, পুঞ্জ পুঞ্জ মনোহর
চিত্রাবলী কত তায়। অদূরে তাহার
দোদুল্য যুগল তুণ, পূর্ণ অস্ত্র চয়ে,
হেরে আভা যার ক্ষণ-প্রভা ক্ষীণ-প্রভা,
লুকায় চঞ্চল সদা সজল জলদে।
কঠোর কমট সম, দীর্ঘ শরাসন
ধরি বাম করে বীর-বর দ্রুতপদে
উঠিলা পুষ্পক রথে ; সারথী সত্বর
আশুগতি চালাইল ভীষণ সে রথ।
উড়িল পতাকা নানা পত পত রবে,

তৃতীয় সর্গ।

ঘোর রবে রথচক্র ঘুরিল সঘনে,
হুঙ্কারিল সৈন্য দল, মাতি রণ মদে
নাদিল হরিষে হয় হস্তী, সে রবের
সহ বাদ্য কোলাহলে গড়ের বাহিরে
চলিল রাক্ষস সৈন্য, বিপক্ষ সমরে।
উঠিল চৌদিকে শঙ্খ-নাদ, সিংহ-নাদ,
ধনুক টঙ্কার ক্ষণে ক্ষণে, তার সহ
বানরের কোলাহল, পুরিল সঘনে
বিশ্ব ; ভয়াকুল জীব কাঁপিল চৌদিকে
প্রাচীর বাহিরে আসি ধাইল সত্বর
অশ্বারোহী সেনা দল, নানা অস্ত্র ধরি।
চলিল সকলে রণ রঙ্গে মাতি, গতি
সচঞ্চল বিদারিয়া ক্ষিতি ; কিন্তু হায়
না পুরিল মনোরথ বিপক্ষ হিংসনে ;
বিস্তৃত সমর ক্ষেত্র সবৃক্ষ প্রস্তরে,
রোধিল তুরগ গতি, সঘনে পড়িল,
সঅশ্ব আরোহী ধরা, ভাঙ্গি গ্রীবাদেশ,
কেহ হস্ত পদচয়, বিষম আঘাতে।
পতিত ধরণী-তলে বিনা রণে, দেখি
অশ্বদলে, অগ্রসরি পাঠাইল রণে
পদাতিক সেনাচয়, রক্ষ সেনাপতি।
পাছুকরি অশ্বদলে, পদাতিক সেনা

অগ্রসরি রণ রঙ্গে চলিল সত্বর ;
সুদূর হইতে দিয়া ধনুকে টঙ্কার,
প্রহারিল তীক্ষ্ণ শর, ছাইল গগণ
শর জালে ; ঘোর রবে চলিল সে শর
বিপক্ষ উপরে, ঢাকি দিবাকর তেজ।
রক্ষিত রাঘব সৈন্য প্রস্তর স্তুপেতে,
রহিল অক্ষত রিপু প্রহরণে, স্থির,
অপেক্ষি বিপক্ষ পক্ষ রক্ষ আগমন।
ক্রমশঃ রাক্ষস সৈন্য ছাইয়া গগণ
শরজালে, উতরিল বিপক্ষ নিকটে।
সহসা শার্দ্দূল সম গর্জ্জি ঘোর নাদে,
বাহিরিল কপিচয় লয়ে প্রহরণ ;
বাজিল তুমুল রণ রাক্ষস বানরে।
ধরি অসি চর্ম্ম করে লাগিল যুঝিতে
রক্ষচয় ; কপিগণ সবৃক্ষ প্রস্তর
হানিল বিপক্ষ রক্ষ প্রতি ঘোর রবে ;
উন্মত্ত উভয় দল এবে রণ রঙ্গে,
ত্যজি মরণের ভয় পশিল সংগ্রামে।
বৃক্ষাঘাতে কোথা চূর্ণ হ'তেছে রাক্ষস
দারুণ প্রহারে, কোথা পড়িছে প্রস্তর
ঘোর রবে রক্ষগণ মাঝে, ভাঙ্গি শির
সহ, চর্ম্ম বর্ম্ম অসি আদি অস্ত্রচয়।

মুষ্টাঘাতে পদাঘাতে কোথা বক্র গ্রীব,
ভগ্ন হনু, স্থানে স্থানে পড়িছে ঘুরিয়া
রক্ষ সেনা ; উঠি পুনঃ ত্বরা ধরি খর
ধার অসি হানিতেছে সরোষে বিপক্ষে ;
পড়িছে কোথায় মুণ্ড রক্তাক্ত ধরায়,
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ বিহীন মস্তক,
যায় গড়াগড়ি ভূমে, নির্ঘাত প্রহারে।
কোথা হস্ত পদ শূন্য দেহ শত, আছে
চৈতন্য রহিত পড়ি, যুঝিছে উপরে
তার কত জন মত্ত উন্মাদের প্রায়।
পতিত ধরণী তলে দারুণ আঘাতে,
শুষ্ক কণ্ঠ চাহিতেছে বারি বিন্দু কেহ,
হায় বৃথা ; ক্ষিপ্ত-প্রায় সবে হারাইয়া
কোমল প্রকৃতি, রত পিশাচ আচারে,
এবে কেবা শুনে বল কাতর বচন।
ধরিল বিষম মূর্ত্তি সে সমর ভূমি ;
ক্ষণ কাল মধ্যে রক্তে প্লাবিতা ধরণী,
তদুপরে রক্ষ সেনা সহ কপিকুল,
রণ মদে মত্ত সবে, পিশাচ সদৃশ
হানাহানি করিতেছে পরস্পর প্রতি,
রুধিরে লেপিত অঙ্গ ভীষণ আকার।

রণে ব্যস্ত রক্ষ দল সম্মুখীন কপি
সহ, হেন কালে বৃহে পার্শ্ব সেনাচয়
অগ্রসরি দুই ভিতে চলিল সম্মুখে,
বেষ্টিবারে চারিদিকে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসে।
ঘেরয়ে যেমতি মৎস সলিলে ধীবর,
অথবা শশক মৃগ আদি বনচর
জীব, যবে ব্যাধগণ প্রবেশে কাননে।
সাগত রাঘব সৈন্য নিজগণ পৃষ্ঠে,
হেরি রক্ষ পতি, দিলা মাতঙ্গ চালকে
অনুমতি, চালাইতে করিযুথে ব্যূহ
অভ্যন্তরে, ভাঙ্গিবারে কপি চক্র ব্যূহ।
ধাইল কুঞ্জর বৃন্দ ভীম পরাক্রমে,
বিষম মুদ্গার ধরি শুণ্ডে, অস্ত্রধারী
রক্ষ অনীকিনী পৃষ্ঠে। থাকি দুই ভিতে
কপি সৈন্য দিলা ছাড়ি পথ হস্তী যুথে
পশিতে সে চক্র মাঝে; অনতিবিলম্বে
বেষ্টি চতুর্দ্দিকে, বৃক্ষ প্রস্তর প্রহারে
করিল কাতর করি-দলে, তদুপরে
চাপি চারিভিতে, চড়ি পৃষ্ঠ দেশে কেহ,
কেহ পার্শ্বে, পদে কোন কপি, দন্তাঘাতে
নখাঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় করিল বারণে;
যুঝিল অপার রক্ষ সেনা করি পৃষ্ঠে,

নাশিল বিস্তর কপি, নারিল রাখিতে
উন্মত্ত বারণে কিন্তু নিজ ইচ্ছা মত।
মহাভীত হস্তী চয় ধাইল সম্মুখে,
না মানি অঙ্কুশ আর, উভ লেজ করি,
চলিল দলিয়া রক্ষ সৈন্য, পাছে তার
গোড়াইল কপিকুল ঘোর কোলাহলে।
বেষ্টিত বানর সৈন্যে, করি পদতলে
দলিত পীড়িত রক্ষচয় সচকিত
চাহিল চৌদিকে ; রচি নিমেষ পলকে
চক্র ব্যূহ স্থানে স্থানে, অপূর্ব্ব কৌশলে
লাগিল যুঝিতে, অগ্রে ভল্ল ধারী যত,
কিন্তু হায় না পারিল রোধিতে বারণে
চলিল দলিয়া করিযুথ দ্রুত বেগে
ছিন্ন ভিন্ন করি যারে পাইল সম্মুখে।
না পারি সহিতে সেই বিষম পীড়ন,
ভঙ্গ দিল নিশাচর রণে, প্রাণ ভয়ে
পলাইল পাইল যে দিকে যেই, ত্যজি
রণ সাধ, নিক্ষেপিয়া অস্ত্রচয় কেহ।
ভয়ে ভগ্ন নিজদল হেরি রক্ষপতি,
কালানল সম রোষে, লোহিত লোচন,
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলা :—
"ত্যজি লজ্জাভয় দিয়া জলাঞ্জলি মানে,

পলাইছ কোন্ মুখে রে পামর বৃন্দ,
দেখাইয়া পৃষ্ঠ রিপুগণে, কোন্ লাজে
দেখাবি বদন তোরা বিশিষ্ট সমাজে ;
দিলি কালি রক্ষ কুলে এতদিন পরে,
ধিক্ তোমা সবে, মেষ সম যদি যাহ
পলাইয়া, মেষ সম করিব ছেদন
অভয়া সমীপে তোমা ; যদি চাহ শুভ
বাহুড়িয়া ত্বরা, পাতি গুল্ম দেহ রণ ;
স্বদেশ রক্ষণে দিলে প্রাণ রণ ভূমে,
সম্মুখ সমরে, পাবে অমর পদবী।”
রণে ভঙ্গ রক্ষদল, উত্তেজিত এবে
রক্ষপতি বাক্যবাণে ফিরিল সকলে :
থরে থরে ; পুঞ্জে পুঞ্জে পাতি দৃঢ়গুল্ম
লাগিল যুঝিতে যত রক্ষ অনীকিনী।
উল্লাসিত রাঘবারি চাহি নিজ দলে
কহিতে লাগিল :—“যুঝ সাবধানে সবে,
দেব যক্ষ রণে জয়ী লঙ্কা-পুর-বাসী—
মোরা, নহি ভীত নর-বানর সমরে ;
স্বদেশের স্বাধীনতা রাখি মনে, যার
লাগি যুঝিতেছি মোরা, করহ সমর,
জিনিলে স্বদেশ বৈরী রহিবে কুশলে
ধন মান সুত দারা ; হ’লে পরাজয়,

সংসার উদ্যানে যত ফুটিয়া কুসুম
সৌন্দর্য্যে সৌরভে, করে দুঃখের পসরা
এই মর্ত্ত্য লোকে বাস অমর ভুবন
সম, সব অকারণ হবে রিপু কর
গত, ভুঞ্জিবারে চির দিন দুঃখভার।”
উত্তেজিত রক্ষ চমু দ্বিগুণ বিক্রমে
আক্রমিল কপি সৈন্য, ক্ষণকাল তরে
স্তম্ভিত করিয়া লঙ্কা-পুর অরি দল।
দেখি হতবুদ্ধি নিজ-গণ, অগ্রসরি
বালির তনয় গর্জ্জি ঘোর নাদে, রোষে
কহিতে লাগিল বীর :—“ভুলিলে হে কার
বোলে নিজ পরাক্রম, জানে নানা মায়া
মায়ার নিদান রক্ষ, ভুল না হে দুষ্ট
চোরের কথায় ; পারে পর নারী যেই
করিতে হরণ চোর বেশে, যোগ্য নহে
জীবিত থাকিতে সেই এই ধরাতলে।
উদ্ধারিতে সতী নারী পতিত বিপদ
পুঞ্জে, রক্ষ কারাগারে আসিয়াছি মোরা,
হব জয়ী রণে ইথে কি সংশয় আর ;
রাম জয় রবে প'শ সমর তরঙ্গে
নারিবে সহিতে রণ নারী চোরা দল।”

লাগিল বিষম রণ রাক্ষস বানরে,
রণ রঙ্গে উত্তেজিত লাগিল যুঝিতে
দুই দল, মার মার হান্ হান্ রবে
রোধিল শ্রবণ পথ, পক্কতাল সম
বিছিন্ন মস্তক, ঘন ঘন ধরাতলে
লাগিল পড়িতে চারি দিকে, ধরাশায়ী
মস্তক বিহীন দেহ, ছট ফট করি,
উলটি পালটি নিজ শোণিত উপরে,
ধূলি ধূসরিত, ক্ষণ কাল মধ্যে হায়,
হতেছে নিশ্চল, যেন বৃক্ষ বাতাহত।
ক্ষণ-কাল-পরে সেই রণক্ষেত্র হ'ল
বিষম শশ্মান সম, তদুপরে ত্যজি
কোমল প্রকৃতি দুই দলে ঘোর রণে
লাগিল যুঝিতে, নহে ঊন বীর দর্পে
কোন দল, শীলাবৃক্ষ প্রহারে জর্জ্জর,
নাশিল বিস্তর কপি, রক্ষ অসিঘাতে
কভু, কভু প্রহারিয়া ভল্ল তীক্ষ্ণ অতি।
দিবা অবসানে সবে ক্ষান্তদিল রণে।
পড়িল বিস্তর সেনা উভয় দলেতে;
রাক্ষস বানর ত্যজি প্রাণ বায়ু সহ
চির শত্রু ভাব, মিত্র ভাবে পাশাপাশি
রহিল শয়নে, মাতঃ বসুমতি কোলে,

অনন্ত নিদ্রায় সবে মগ্ন অভিভূত!
হায় রে জীবের দশা পরিণামে এই?
স্থিত প্রাণ বায়ু যবে এদেহ পিঞ্জরে,
অহঙ্কারে মত্ত জীব, ভাবয়ে সকলি
তুচ্ছ, স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি রসাতল হ'লে
করতল তৃপ্ত নহে বাড়ায় বাসনা
কত, চাহে হীন বুদ্ধিবলে আবর্ত্তিতে,
অনন্ত জগত কর্ত্তা নিত্য নিরঞ্জনে;
তাহেও না পুরে সাধ, অতৃপ্ত হৃদয়ে
প্রজ্বলিত হুতাশন, দহে অহরহ,
দুর্নিবার রিপুচয়, রাখয়ে জীবিত
সে অনলে, মন্দ মন্দ সমীরণ দানে।
কিন্তু যবে যায় প্রাণ বায়ু দেহ হ'তে,
দ্বিপদ জঘন্য ভূমি লাভে, তৃপ্ত হয়,
অনন্ত বাসনা এই জীবের হৃদের।
কিবা দেখি এবে রণক্ষেত্রে, পূর্ণ জীবে;
যতদূর চলে দৃষ্টি সব শবময়,
লেপিত শোণিত অঙ্গে, শোণিত শয্যায়
শায়িত সকলে, কেহ শবের উপরে;
বিহীন যুগল পদ আছয়ে পড়িয়া
শবের সমান; কেহ চৈতন্য রহিত
দারুণ আঘাতে, হস্ত শূন্য কোন দেহ;

বিছিন্ন মস্তক রাশি কোথা, তদুপরে
শিবাগণ কোলাহলে পুরিছে উদর ;
প্রচুর আহারে তৃপ্ত খেলিছে লইয়া
রাক্ষস বানর মুণ্ড, ফেলিছে অদূরে,
ধাইয়া লইছে পুনঃ, কভু চিবাইছে,
টানিছে কভুবা চাপি পদ দ্বয়ে, মুখে।
মস্তক বিহীন দেহ যায় গড়াগড়ি,
শকুনি গৃধিনি কত পাকসাট দিয়া,
ধাইতেছে ঘোররবে চারি দিক হ'তে ;
চাপিয়া চরণে নখে মনের পুলকে,
গ্রাসিছে দুর্লভ মাংস উদর পুরিয়া।
হায় রে জীবের এই পরিণাম, রবে
আর কতদিন বল ধরণী মাঝারে ;
ত্যজি পশুভাব কভু পূর্ণ কি হবে না
জীবের হৃদয় উচ্চ দেব ভাবে ? ত্যজি
কাম লোভ আদি পশু ধর্ম্ম, পাপাচার
পবিত্র প্রেমের পথে আসি ভ্রাতৃ ভাবে
মিলিবে সকলে, কত দিন পরে আর ;
কত দিনান্তরে অসি-ঘাত, রক্তপাত,
যাবে দূরে ধরা হ'তে, পিশাচ আচারী
দানব প্রবৃত্তি সহ, যার প্রলোভনে,
উন্মত্ত মানব, ধরি দানব মূরতি,

বৃথা গৌরবের ভ্রমে, দিয়া জলাঞ্জলি
স্বর্গীয় প্রকৃতি, করে কলুষিত মাত
বসুন্ধরা! তব অঙ্ক স্বজাতি শোণিতে;
মানব জীবন স্রোতে দেয় বিষ ঢালি!
কভু কিগো হবে হেন দিন, যবে ত্যজি
বিজাতীয় ভাব, লোভ দম্ভ আদি চির
কুটিল প্রবৃত্তি, এক মনে, প্রাণে, মিলি
ভ্রাতৃ ভাবে গদ গদ, পূজিবে সকলে
পরম আরাধ্য সেই পিতার চরণ!
সুখ সিন্ধু উথলিবে এই মহীতলে,
কপট কুটিল ভাব হবে দূরগত,
সরল হৃদয়ে সবে একত্রে মিলিবে,
প্রেমানন্দ-হার দিবে উপহার সবে
পরস্পরে; প্রেম ভরে মাতিবে জগত
প্রেমে পূর্ণ, কারাগার হবে প্রেমাগার,
পুরিবে আনন্দ-রবে নিরানন্দ ভূমি॥

ইতি তৃতীয় সর্গ সমাপ্তঃ।

প্রথমভাগ সমাপ্তঃ।

লঙ্কা-বিজয় কাব্য।

প্রথমভাগ।

(৮৬।৩ নং জানবাজার ষ্ট্রীট হইতে)
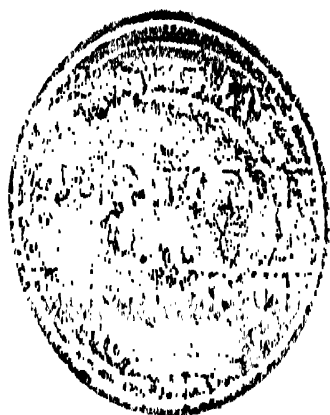
শ্রীরাজকৃষ্ণ কুণ্ডার প্রণীত

ও প্রকাশিত।

Calcutta :

Printed by Kristo Chunder Dass, at the
Osborn Printing House,
11, Bentinck Street.

Babu Gurudas Kundu Chowdhury,

No. 120, Dhurmahatta Street,

Hathkola,

CALCUTTA.

পরিচয়।

রত্নাকরের রত্ন লইয়া কতলোক ধনমানে কৃতার্থ হইল। বাল্মিকীর রামায়ণ কবিতার উৎস। কতলোক তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কবি হইয়াছে। ভারতের বায়ু রামায়ণ ও মহাভারতে পূর্ণ। সুতরাং রাজকৃষ্ণ বাবুর অবিকৃত হৃদয় যে সেই আকরে রত্নের অন্বেষণ করিবে ইহা সহজেই বুঝা যায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষরের ছন্দের মধুরতা ও ওজস্বিতা দেখাইয়া দিয়া অনেককে লুব্ধ করিয়াছেন। দুর্জ্জয়বলী ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর সহিত মেঘনাদবধ কাব্য সমাপ্ত হয়। তাঁহারি ছন্দে লঙ্কাবিজয়ে অপরাংশ বিবৃত করিতে রাজকৃষ্ণ বাবু প্রয়াসী হইয়াছেন। উদ্যম প্রশংসণীয়: সফল হইয়াছে কি না আমি তাঁহার বন্ধু, আমার বলা উচিত নহে।

গ্রন্থের অনেক স্থানে মাইকেলকে স্মরণ হইবে। কিন্তু সে গুলি একই ফুলের একই গন্ধ বলিয়া পাঠকগণ গ্রহণ করিবেন।

ছন্দের মধুরতা কাব্যের বাহ্য পরিচ্ছদ, ভাবের বিচিত্রতা, গভীরতা ও তেজস্বীতা কাব্যের প্রাণ। বর্ণে আকর্ষণ করে মধুতে মত্ত করে। লঙ্কাবিজয়ের ছন্দ তত মধুর হয় নাই। কবিতা রচনায় রাজ কৃষ্ণ বাবুর এই প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যম বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। পক্ষান্তে লঙ্কাবিজয়ের পত্রে পত্রে ভাবের উচ্ছাসেপাঠককে পুলকিত করিবে রাজকৃষ্ণ বাবু অপূর্ব্ব কুসুমহার রচনা করিয়াছেন। দেশীয় ও বিদেশীয় কাব্যকাননে যত উৎকৃষ্ট ফুল ফুটিয়াছে তিনি তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া এই হার ছড়াটী রচনা করিয়াছেন। মাইকেল ও তাহাই করেন। উভয়ের মধ্যে ভাবের সৌসা দৃশ্য এই জন্যই ঘটিয়াছে। উভয়েরই পত্রে পত্রে সেক-সপিয়ার কালিদাস মিল্‌টন ও গেটের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় বীর রসাত্মক কাব্যের বিশেষ অভাব। বাঙ্গালীর বীরত্ব নাই, বাঙ্গালা ভাষায় বল নাই, বীরভাবের চুড়ান্ত পরিণাম শত্রুকে কুটুম্ব বিশেষ বলিয়া সম্বোধন করা। মেঘনাদবধে মাইকেল ও লঙ্কাবিজয়ে রাজকৃষ্ণবাবু উভয়েই এ অভাব অনুভব করিয়াছেন। তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় বিদেশীয় যুদ্ধ কৌশল যত দূর

বর্ণনা করা যাইতে পারে উভয়েই তাহা করিয়াছেন। এখানে বোধ হয় লঙ্কাবিজয় মেঘনাদবধকে পরাস্ত করিয়াছে।

জাতীয় কোমলতায় উভয় গ্রন্থ পরিপূর্ণ, বিধাতার ইচ্ছা কে বলিতে পারে পুত্রের মৃত্যু সংবাদে রাবণকে যে যাতনা অনুভব করিতে হইয়াছিল, লঙ্কাবিজয়মুদ্রাঙ্কণ কালে রাজকৃষ্ণ বাবুকে সে যাতনা পাইতে হইবে আমরা স্বপ্নেও আশঙ্কা করি নাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রাণের সহিত লঙ্কাবিজয় সংসৃষ্ট। আশা করি তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ আমাদিগকে উপহার দিবেন। গ্রন্থকারের সমাজে প্রবেশ করিবার অধিকার দিতে লঙ্কাবিজয় জথেষ্ট হইয়াছে।

বড়িসা।
১৮।৭।৮৬ } শ্রীক্ষীরোধ চন্দ্র রায় চৌধুরী।